বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>216 >>06 Joystha 1430 >>
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২১৬ >> ০৬ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

মমতার প্রস্তাব নাকচ করলো বিশেষজ্ঞ কমিটি

কলকাতা ঃ তিন বছরের ডিপ্লোমা ডাক্তারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষজ্ঞ কমিটি এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেনি। তিন বছরের ডাক্তারি কোর্স চালু করার কথা বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বক্তব্য ছিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের অভাব মেটাতে, ডিপ্লোমা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। প্রান্তিক স্তরে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি করার জন্য এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব কার্যত নাকচ করে দিয়েছে রাজ্য সরকারের গঠন করা বিশেষজ্ঞ কমিটি। মুখ্যমন্ত্রীই এই কমিটি তৈরির কথা বলেছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরকে। তিন বছরে ডিপ্লোমা ডাক্তার তৈরি করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে বলেছিলেন। সোমবার ১৫ জনের ওই বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠক বসে। সেখানে প্রত্যেক সদস্য একটি বিষয়ে সহমত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তারা সকলেই মনে করেন ডিপ্লোমা ডাক্তারের যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। ডিপ্লোমা ডাক্তার শব্দবন্ধটিই ব্যবহার করা যায় না। বরং হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার বলে একটি পদ তৈরি করা যেতে পারে। প্রান্তিক অঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির জন্য এদের ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই ব্যক্তিদের। কিন্তু তাদের কখনোই চিকিৎসকের সমতুল্য পদ দেওয়া যাবে না।

বাজার দর
SENSEX : 61729.68 +297.94
NIFTY : 18203.40 +73.45

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
40.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .25 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .05 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী)
58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

স্প্যাম কল প্রতারণায় হোয়াটসঅ্যাপকে ৩৬ লাখ অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করার নির্দেশ ভারতের কেন্দ্র সরকারের

নয়া দিল্লিঃ অচেনা নম্বর থেকে প্রায়ই ফোন আসছে হোয়াটসঅ্যাপে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক নম্বর। দিনদিন বাড়ছে সেই প্রবণতা। আর ফোন ধরেলেই প্রতারকদের জালে ফেঁসে যাচ্ছেন ভারতীয় গ্রাহকরা। এমন অভিযোগ জমাও পড়ছে। সেই নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছিল মোদী সরকার। এবার ভারতের কেন্দ্র সরকার, হোয়াটসঅ্যাপকে ৩৬ লাখ অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়ে দিল। সরকারের তরফে বলা হয়েছে, যেসব নম্বর থেকে ভুযো. ফোন আসছে সেইসব নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হোয়াটসঅ্যাপ নিষিদ্ধ করতে হবে। কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ৩৬ লাখের বেশি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিগত কয়েকদিন যাবৎ দিনে দুপুরে আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে ফোন পেতে শুরু করেছেন ইউজাররা। হোয়াটসঅ্যাপে নতুন এই ছক নিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন অনেক ইউজারই। একজন ইউজারের কাছে একই নম্বর থেকে একাধিকবার ফোন আসছে। আবার কিছু কিছু সময়ে একাধিক নম্বর থেকে বারংবার ফোন এসেছে হোয়াটসঅ্যাপে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহারকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ারও করেছেন। মূলত বিভিন্ন আইএসডি কোড থেকে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন ঢুকছে। এই নম্বরগুলি দেখে অনেকের ধারণা, এগুলি কেনিয়া, ইথিওপিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে করা হচ্ছে। ৮৪, ৬২, ৬০, ২৫১, ২৫৪ এবং আরও অনেক নম্বর থেকে ফোন এসেছে হোয়াটসঅ্যাপে। কখনও ভয়েস কল, আবার কখনও ভিডিও কল। আর একবার ধরলেই ব্যবহারকারীদের টাকা লুঠ হয়ে যাচ্ছে। সেই নিয়ে হোয়াটস অ্যাপকে নোটিসও পাঠায় কেন্দ্র সরকার। তারপরই মেটা অধীন এই সংস্থার তরফে জানানো হয়, এইসব আন্তর্জাতিক স্প্যাম কল রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা। এবার কেন্দ্র সরকার ৩৬ লাখের বেশি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যান করার নির্দেশ দিল। যার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ। আরও বলা হয়, হোয়াটসঅ্যাপ, ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সবসময় সচেষ্ট।

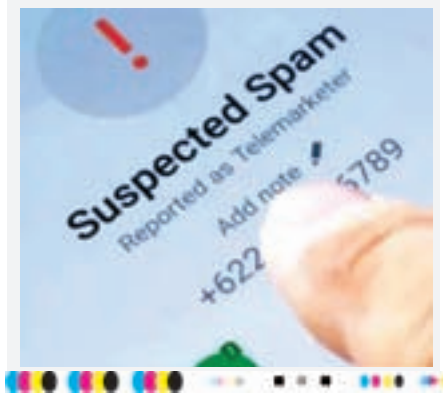

তেল নিয়ে ভারত ইইউ দ্বন্দ্ব

কলকাতা ঃ রাশিয়ার তেল কম দামে কিনে পরিশোধন করে তা ইউরোপে বিক্রি করছে ভারত। ইইউর এই অভিযোগের জবাব দিল দিল্লি। বাংলাদেশ, সুইডেনের পর বেলজিয়াম পৌঁছেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর। মঙ্গলবার ব্রাসেলসে বসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান জোসেপ বরেলের অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন তিনি। বরেলের অভিযোগ ছিল, রাশিয়ার তেল কম দামে কিনে তা ঘুরিয়ে ইউরোপে বিক্রি করছে বেশ কিছু দেশ। ভারত তার অন্যতম। এদিন জয়শংকর পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছেন, বরেলের ইউরোপীয় কাউন্সিলের রেগুলেশন আরেকবার পড়ে নেয়া উচিত। জয়শংকরের দাবি, রেগুলেশনের ৮৩৩২০১৪ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, কোনো দেশ রাশিয়া থেকে তেল কিনে পরিশোধন করে তা যদি আবার ইউরোপে বিক্রি করে, তাহলে সেই তেল রাশিয়ার বলে গণ্য হবে না। সুতরাং, ভারত আইন বহির্ভূত কোনো কাজ করছে না। এ বিষয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এগারোতম নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজ তৈরি করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সেখানেই এই তৃতীয় দেশের তেল বিক্রির প্রসঙ্গটি উঠেছে। এর আগের নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজে রাশিয়া থেকে তেল এবং গ্যাস কেনার বিষয়ে একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ইইউ। কিন্তু অভিযোগ, ভারত, সৌদি আরব এবং চীনের মতো কিছু দেশ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। তারা রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কম মূল্যে কিনছে। এরপর তা নিজেদের দেশে পরিশোধন করে ইউরোপে বিক্রি করছে। ফলে ঘুরপথে রাশিয়ার তেল ইউরোপে ঢুকছে। রাশিয়াও নিজের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

এগারোতম নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজে

এই তৃতীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে বরেল তার মন্তব্যটি করেছিলেন। মঙ্গলবার সেই মন্তব্যেরই পাল্টা জবাব দিয়েছেন জয়শংকর।

রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা নিয়ে অবশ্য গত প্রায় এক বছর ধরেই ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে ইউরোপীয় দেশগুলি। অভিযোগ, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে ইইউ এবং অ্যামেরিকা যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিয়েছে, ভারত তখনো রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে গেছে। কম দামে তেল কিনছে। কয়েকমাস আগে দিল্লিতে এসেছিলেন জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক। জয়শংকরের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে তার আলোচনা হয়েছিল। সেখানে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের বিষয়টিও উঠেছিল।

বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জয়শংকর বলেছিলেন, ভারত রাশিয়ার থেকে খুবই কম মূল্যের তেল কেনে। সব মিলিয়ে তা ১২-১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এত নিষেধাজ্ঞার পরেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের গ্যাস এবং তেল রাশিয়ার থেকে কিনছে। এ বিষয়ে একটি ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ করেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। রাশিয়া ফসিল ফুয়েল ট্র্যাকার নামক ওই ওয়েবসাইটে কোন দেশ রাশিয়ার থেকে কত মূল্যের তেল এবং গ্যাস কিনছে, তা নথিভুক্ত করা আছে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। ই প্রতিবেদন লেখার সময় রাশিয়া ফসিল ফুয়েল ট্র্যাকারের হিসেব বলছে, এত নিষেধাজ্ঞার পরেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়ার থেকে ৮৮ মিলিয়ন ইউরোর তেল, ৬২ মিলিয়ন ইউরোর গ্যাস এবং তিন মিলিয়ন ইউরোর কয়লা কিনছে। তেল গ্যাস এবং কয়লা মিলিয়ে চীন কিনেছে প্রায় ৮১ মিলিয়ন ইউরোর প্রাকৃতিক সম্পদ। আর ভারত কয়লা আর তেল কিনেছে প্রায় ২৯ মিলিয়ন ইউরোর। ব্রাসেলসে জয়শংকর জানিয়েছেন, যুদ্ধের পর রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বেড়েছে, এমন নয়। আগে যে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, তাই বহাল আছে।

শাহরুখপুত্রর মাদক মামলায় এনসিবি অফিসারকে এখনই গ্রেফতার নয় জানাল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খানের মাদক মামলার ঘটনাতে প্রাক্তন এনসিবি আধিকারিক সমীর ওয়াংখেড়েকে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তলব করেছে। অভিযোগ, আরিয়ানকে মুক্ত করতে নাকি প্রায় ২৫ কোটি টাকা চেয়ে বসেন সমীর। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই তদন্ত হয় এবং তারপর সমীরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের হয়। সিবিআই জানিয়েছে, সমীর নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করতেই শাহরুখ খান ও তাঁর পরিবারকে ফাঁসিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। সিবিআইয়ের তলবের মধ্যেই দিল্লি হাইকোর্টে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলল প্রাক্তন এনসিবি অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ের। জানা গিয়েছে, সমীর দিল্লির উচ্চ আদালতে সমন বন্ধ করার অনুরোধ করেছিলেন। বুধবার ১৭ মে হাইকোর্ট তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা মঞ্জুর করেছে। আগামী পাঁচদিন তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলেও রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। এর পাশাপাশি দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে, প্রাক্তন এনসিবি কর্তা চাইলে এরপর মুম্বই হাইকোর্টেও যেতে পারেন। তবে সমীর ওয়াংখেড়ে কী করবেন, তা এখনও জানা যায়নি। এর পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার ১৮ মে সিবিআই তাঁকে হাজিরার জন্যও ডেকে পাঠিয়েছে। সূত্রের খবর, তিনি সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দেবেন। উল্লেখ্য, দিল্লি হাইকোর্টে সমীর ওয়াংখেড়ে বলেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর। বৃহস্পতিবার, ১৮ তারিখ সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল প্রাক্তন এনসিবি কর্তা সমীর ওয়াংখেড়েকে। তিনি সেই মতো সিবিআইয়ের মুখোমুখি হবেন বলেই খবর। তবে তার আগেরদিনই দিল্লি আদালতে স্বস্তি মিলেছে তাঁর। দিল্লি উচ্চ আদালতে সরকারি কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সমীর ওয়াংখেড়ের আবেদনটি বম্বে হাইকোর্টে তোলা উচিত। সেই মতো বিচারপতি বিকাশ মহাজনের বেঞ্চ আগামী পাঁচদিন ওয়াংখেড়েকে গ্রেফতারি এড়ানোর রক্ষাকবচ দিয়েছে।

মাউন্ট মাকালু জয়ের পর নিখোঁজ বাঙালি পর্বতারোহী পিয়ালী বসাককে উদ্ধার করলেন শেরপারা

কাঠমাণ্ডু ঃ বিশ্বের পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ মাকালু জয় করার পর বুধবার ১৭ মে থেকে নিখোঁজ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক। অবশেষে তাঁর মাকালু শৃঙ্গ অভিযান আয়োজক সংস্থা, কাঠমাণ্ডুর পাইওনিয়ার অ্যাডভেঞ্চার জানাল, মাকালু শৃঙ্গের নীচে ৭৮০০ মিটার উচ্চতা থেকে উদ্ধার করা গিয়েছে বাঙালি পর্বতারোহীকে । তাঁকে তৃতীয় ক্যাম্পে নামিয়েও এনেছেন তিন শেরপা আরোহী। ওই সংস্থার তরফে আরও নিশ্চিত করা হয়েছে, পিয়ালীকে নিরাপদে নামাতে যা যা পদক্ষেপ করার তাই করা হয়েছে, সমস্ত রকম প্রাথমিক চিকিৎসাও দেওয়া হয়েছে তৃতীয় ক্যাম্পে। আবহাওয়ার বিশেষ বদল না হলে শুক্রবার ১৯ মে সকালেই হেলিকপ্টার পাঠিয়ে ক্যাম্প থ্রি থেকে উদ্ধার করা হবে তাঁকে, সোজা আনা হবে কাঠমাণ্ডুর হাসপাতালে। গতকাল, বুধবারই সুখবর এসেছিল মাকালুর চুড়ো থেকে। শৃঙ্গ অভিযান সফল হয়েছে পিয়ালীর। এই নিয়ে ৬ নম্বর আট হাজারি পর্বতে পা রাখলেন তিনি। অক্সিজেন ছাড়াই এই শৃঙ্গে তিনি পা রেখেছেন বলে এখনও পর্যন্ত খবর। তার পরেই নামার সময়ে যে কোনও কারণেই হোক, আটকে পড়েন তিনি। তার পর থেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে পর্বতারোহী মহলে। প্রসঙ্গত, ঠিক এক মাস আগেই অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ সামিট করেন চন্দননগরের পিয়ালী বিশ্বাস। সেদিনই ওই শৃঙ্গ সামিট হয়েছিল হিমাচলের তরুণী বলজিৎ কৌরেরও। তারপরেই শোনা গেছিল, খোঁজ মিলছে না বলজিতের। মৃত্যুসংবাদও রটে গেছিল। তবে কয়েক ঘণ্টা পরেই জীবিত উদ্ধার হয়েছিলেন বলজিৎ। আজ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের একই রকম দুশ্চিন্তা ঘনায়, পিয়ালীকে নিয়ে। মাকালু শৃঙ্গ সামিট করার পর থেকে খোঁজ মিলছিল না তাঁর। স্বাভাবিক ভাবেই অনেকেই অনুমান করেন, বড় কোনও বিপদে পড়েছেন তিনি। উদ্ধারকারী দল পাঠানোর বন্দোবস্ত করে পর্বতারোহণ আয়োজক এজেন্সি পাইওনিয়ার অ্যাডভেঞ্চার। অবশেষে দিনের শেষে এল সুখবর। বলজিতের মতোই জীবিত উদ্ধার হয়েছেন পিয়ালীও। নেমেছেন তৃতীয় ক্যাম্পে।

মানবাধিকার

আইনের শাসন, মানবাধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না

সৌদি আরবের নিওম প্রকল্পে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ

রিয়াদ ঃ প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করে নিওম নামে একটি ভবিষ্যত্মুখী সবুজ শহর গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে সৌদি আরব। তবে এটি করতে গিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন বলছে, নিওমের কাজ শুরু করতে হুওয়াইতাত গোত্রের মানুষদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এছাড়া উচ্ছেদ কাজে বাধা দেয়ায় একজনকে হত্যা করা হয়েছে, তিনজনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে। আরও তিনজনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের দায়ে ৫০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সৌদি আরবের প্রখ্যাত নারী অধিকার কর্মী লুজেইন আলহাথলুলের বোন লিনা আলহাথলুল জানান, হুওয়াইতাত গোত্রের মানুষদের বিচার গোপনে করা হয়েছে। তিনি বলেন, ''আমাদের মূল উদ্বেগ হচ্ছে সৌদি রক্তে নিওম গড়ে তোলা হচ্ছে।'' মানবাধিকার সংস্থা রিপ্রাইভ এর মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক পরিচালক জিড বাসুনি বলেন জোরপূর্বক উচ্ছেদ, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও মৃত্যুদণ্ডের উপর ভিত্তি করে নিওম গড়ে উঠছে।

যদিও সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মেদ বিন সালমান অঙ্গীকার করেছিলেন যে, নিওম প্রকল্পের কাজের জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে যুক্ত করা হবে।

জার্মানির কিছু কোম্পানি নিওম প্রকল্পে যুক্ত আছে। তাই ভবিষ্যতে সম্ভাব্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় শুধু সৌদি আরব নয়, জার্মান কোম্পানিগুলোর উপরও পড়বে বলে মনে করেন জার্মানির 'সেন্টার ফর অ্যাপ্লায়েড রিসার্চ ইন পার্টনারশিপ উইথ দ্য ওরিয়েন্ট' এর উর্ধ্বতন গবেষক সেবাস্টিয়ান সন্স।

জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক সম্প্রতি সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহানের সঙ্গে বৈঠকের সময় দেশটিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আলোচনা করেন। সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে ''আইনের শাসন, মানবাধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না।''

২০৩৯ সালে নিওম উদ্বোধন করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। লোহিত সাগরের পাশে প্রায় সাড়ে ২৬ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে এটি তৈরি হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, দ্রুতগতির ট্রেন, ড্রোন এসব সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার থাকবে নিওমে। সবকিছু নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে চলবে বলে জানানো হয়েছে।

কন্যাশ্রীর টাকা মাছ ব্যবসায়ীর একাউন্টে, প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের ছাত্রীর

মালদা ঃ কন্যাশ্রীর টাকা মাছ ব্যবসায়ীর একাউন্টে। প্রকৃত উপভোক্তা টাকা ফেরত চাইলে টাকা দিতে অস্বীকার মাছ ব্যবসায়ীর। ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল এলাকায়। শুক্রবার থানা এবং ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের ছাত্রীর। অভিযোগ পেতেই হতবাক বিডিও এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হরদমনগরের বাসিন্দা রিকিতা চৌধুরী। এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে রিকিতা। দৌলতপুর হাই স্কুলের ছাত্রী।বাবা অনাদি চৌধুরী কৃষিকাজ করেন। দিন আনে দিন খাওয়া পরিবার। কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকার জন্য আবেদন করেছিল রিকিতা।বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাংকের খিদিরপুর শাখাতে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তার। কিন্তু কন্যাশ্রীর ২৫ হাজার টাকা তার একাউন্টে না ঢুকে সেই টাকা তালসুর গ্রামের বাসিন্দা মাছ ব্যবসায়ী দেবেন মহালদারের একাউন্টে ঢুকে।ঘটনা জানতে পারার পর দেবেন মহালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রিকিতার পরিবার। প্রথমে তিনি টাকা ফেরত দিয়ে দিতে চাইলেও পরবর্তীতে টাকা দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তারপরে ব্লক প্রশাসন এবং পুলিশের দারস্থ হয়েছে রিকিতা। এই মর্মে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সে। এক জনের কন্যাশ্রী টাকা কি ভাবে অন্যজনের একাউন্টে গেল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।রিকিতার স্বপ্ন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর নার্সিং ট্রেনিংয়ে যাওয়ার। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে কন্যাশ্রীর ২৫ হাজার টাকা বড় ভরসা।কখন তাদের প্রাপ্য টাকা তারা পাবে সেই অপেক্ষায় বসে রয়েছে রিকিতা এবং তার পরিবার। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই সুর চড়িয়েছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। এটা কোন ভুল না এর পেছনে দালাল চক্র সক্রিয় রয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি কোন ভুল হলে প্রশাসন সেটা খতিয়ে দেখবে।বিশ্ববন্দিত কন্যাশ্রী প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্প।হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিজয় গিরি জানিয়েছেন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে সমস্ত ঘটনা। যে প্রকৃত উপভোক্তা সে ঠিক টাকা পাবে।

রাজগঞ্জ থানার উদ্যোগে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে রাজগঞ্জ থানা রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হলো আজ। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার এসপি খান্ড বাহালে উমেস গণপত, রাজগঞ্জ বিধায়ক খকেশ্বর রায়, ডিপিএসসি চেয়ারম্যান লক্ষ্মমোহন রায়, রাজগঞ্জ থানার আইসি পংকজ সরকার ও সকল অফিসার ও সিভিক পুলিশ। মোট ৪৮ ইউনিট রক্ত দান করা হয়েছে। এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলার এসপি জানান গ্রীষ্মকালে রক্তের সংকট দেখা দেয় সমস্যার সমাধানে জেলার বিভিন্ন জায়গাতে প্রতি মাসে রক্তদান শিবিরের আযো়জন করা হয়েছে আজ রাজগঞ্জ থানায় আযো়জিত রক্তদান শিবিরে পুলিশ কর্মী ও সাধারন মানুষ মিলে মোট ৪৮ ইউনিট রক্তদান করা হয়েছে এছাড়া বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আযো়জন করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শ্রম আধিকারিক এর কাছে ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে স্মারকলিপি প্রদান

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শ্রম আধিকারিক এর কাছে ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের অভিযোগ জলপাইগুড়ি জেলাতে প্রায় কুড়ি হাজারের কাছাকাছি বিড়ি শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু এই বিড়ি শ্রমিকরা সরকার নির্ধারিত মজুরি পান না পাশাপাশি সমস্ত রকম সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকে এরা বঞ্চিত। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন বিড়ি শ্রমিকেরা চিকিৎসা বাড়ি তৈরীর টাকা বিদ্যুতের লাইন ছেলে মেয়ের পড়াশোনার খরচ সহজে সমস্ত সুযোগ সুবিধা গুলো পেতেন তার থেকে এরা বঞ্চিত। শ্রমিকদের অভিযোগ রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিড়ি থেকে প্রায় ৪০০০ কোটি টাকার বেশি জিএসটি আদায় করেন। কিন্তু তার নূন্যতম অর্থ বিড়ি শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করা হয় না। ফলে এক ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে জেলার বিড়ি শ্রমিকরা। বিড়ি শ্রমিকরা খুব দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়েন তামাকের গন্ধের কারণে। কিন্তু এই শ্রমিকরা চিকিৎসার যে সুযোগ পাওয়ার কথা তার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত।কেন্দ্রীয় সরকার ইএস আই সি চালু করলেও মালিকদের অসহযোগীতার কারণে বিডি শ্রমিকরা ইএসআইসি থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। পাশাপাশি রাজ্য সরকার গত ২০১৯ সালে বিডি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ২৬৭টাকা মজুর চালু করলেও সেই মজুরি বিড়ি শ্রমিকা পাচ্ছে না। জলপাইগুড়ি জেলাতে ১৫০ থেকে ১৭০ টাকা বেশি মজুরি পাচ্ছে না। ফলে সরকার নির্ধারিত মজুরি থেকে প্রায় ১০০ টাকা কম মজুরি পাচ্ছে বিড়ি শ্রমিকরা অথচ প্রশাসন নির্বিকার। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রাপ্য মজুরি দাবিতে জলপাইগুড়ি দপ্তরে ডেপুটি শ্রম কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। শ্রমিকরা দাবি করেন সরকার নির্ধারিত মজুরি বিড়ি মালিকদের দিতে হবে। প্রত্যেক বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসার সুযোগ সহ যে সুযোগসুবিধা পূর্বতন বামফ্রন্টের আমলে পাওয়া যেত তাও অবিলম্বে দ্রুত চালু করতে হবে। সমস্ত মেডিকেল ডিস্পেন্সারি গুলিতে শূন্য পদে নিযো়গ এবং পরিকাঠামো উন্নতি করতে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহার কারণে বিডি শ্রমিকরা তাদের পরিচয় পত্র পাচ্ছেন না। তাড়া দাবি করেন সকল বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয় পত্র অবিলম্বে দিতে হবে । অবসরকালীন পেনশন ন্যূনতম ৩০০০ টাকা করতে হবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে শ্রমকোড সংসদে পাস করেছেন সেই শ্রমকোড বাতিল করতে হবে। জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক দাম শ্রমিকদের জীবনে দুর্দশাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে , জিনিসপত্রের দাম কমাতে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করবার দাবি জানানো হয়েছে। ডিবিসি রোডে সিআইটিইউ জেলা অফিস থেকে এক মিছিল বের হয়ে শ্রম দপ্তরে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক স্বপন সরকার সি আই টিউ টু নেতা কৃষ্ণ সেন অতুল বসাক গোপাল রায় অমিত দাস সায়ন রায় শুভাশিস সরকার ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

কোচবিহার স্টেডিয়ামে আইপিএল ফ্যান পার্কের বিশাল স্ক্রিনে আইপিএল ম্যাচগুলি দেখানো হবে

কোচবিহার ঃবর্তমানে আইপিএল নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে রয়েছে উৎপাদনা। সেই উন্মাদনার মধ্যে কোচবিহারে আইপিএল ফ্যান পার্কের ভক্তদের নিয়ে দেশের ৪৫টি শহরে বিশাল স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শনিবার এবং রবিবার এই দুই দিন কোচবিহার স্টেডিয়ামে আইপিএল ভক্তদের জন্য বিশাল স্ক্রিনে খেলা দেখার ব্যবস্থা থাকছে। একই সঙ্গে দর্শকদের উদ্মাদনা এবং উল্লাস সরাসরি সম্প্রচার হবে টিভির পর্দায়। আইপিএল ফ্যান পার্কে খেলা দেখার জন্য কোনরকম প্রবেশ মূল্য রাখা হয়নি। সিনিয়র সিটিজেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং বিশ্বাস চাহিদা সম্পন্ন আইপিএল ভক্তদের জন্য থাকছে সংরক্ষিত আসন। শনিবার দুটি ম্যাচ এবং রবিবার দুটি ম্যাচ দেখানো হবে কোচবিহার স্টেডিয়ামে। ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে গোটা স্টেডিয়াম টি। বিসিসিআই এবং কোচবিহার ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আজ কোচবিহার স্টেডিয়ামে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয়, দেশের মধ্যে ৪৫টি ফ্যান পার্কের মধ্যে একটি তৈরি হয়েছে কোচবিহারে। সেই আইপিএল ফ্যান পার্কে একসঙ্গে ২৫ হাজার আইপিএল ভক্ত খেলা দেখতে পারবে। লাকি ড্র এর মাধ্যমে ক্রিকেটারস দের সিগনেচার করা টি শার্ট দেওয়া হবে উপস্থিত দর্শকদের।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন ডক্টর সি পি শর্মা

শিলিগুড়ি ঃ গোটা বিশ্বজুড়ে পালন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। সারা বিশ্বের পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহরেও বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল গুলোতেও পালন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস।শিলিগুড়ির প্রধাননগর সংলগ্ন নিবেদিতা নার্সিং হোম এর কর্ণধার সি পি শর্মা একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানান আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস প্রত্যেক বছরে ন্যায় এ বছরও খুব সুন্দর ভাবে তারা আযো়জন করতে চলেছেন। তিনি আরো বলেন একটি হাসপাতালে চিকিৎসকের পাশাপাশি নার্সদের ভূমিকা অনেকটাই মূল্যবান এবং তিনি বলেন নার্স হলেন হাসপাতালের পিলার। আজ গোটা বিশ্বজুড়ে পালন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস। সেই উপলক্ষে শিলিগুড়ির চম্পাসরি সংলগ্ন সিসাবাড়ি এলাকায় আদান ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সাইন্স কলেজে আজ আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস পালন করা হলো।

দরিদ্র রিকশা চালকের কন্যার বিয়ের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

জলপাইগুড়ি ঃ মেয়ের বিয়ে ঠিক হলেও কিভাবে বিয়ের খরচ সামলাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না রিকশা চালক কান্দুরা পাল । জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গিমারি পালপাড়া এলাকার বাসিন্দা তিনি। এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সংসার তাঁর। পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো পরিস্থিতি। রিকশা চালিয়ে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে কোনোমত সংসার চললেও টাকা জমানোর উপায় নেই তাদের। তাই অনেক চেষ্টা চালিয়েও মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় করতে পারছিলেন না রিকশা চালক কান্দুরা পাল । এমন পরিস্থিতিতে কিভাবে হবে মেয়ের বিয়ে তা ভেবে দু'চোখের পাতা এক করতে পারছিলেন না তিনি। পরিচিত কিছু মানুষের কাছে খোঁজ পেয়ে ময়নাগুড়ির এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার শরনাপন্ন হয়েছিলেন। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি সদর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির কাছেও সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন কান্দুরা পাল । এতেই যেন মুশকিল আসান হল তাঁর। দরিদ্র ওই রিকশা চালকের মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন দুই সহৃদয় ব্যক্তি। রিকশা চালক কান্দুরা পালের মেয়ের বিয়ের খরচ সামলালেন ময়নাগুড়ির বিবেকানন্দ হ্যান্ডিক্যাপ সোসাইটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার নবিউল ইসলাম। পাশাপাশি আর্থিকভাবে সহায়তা করলেন জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির (সভাপতি) সুচেতা কর। পাশে দাঁড়িয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রধান। এভাবেই কয়েকজনের সাহায্য পেয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন রিকশা চালক কান্দুরা পাল । সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

চলন্ত ট্রেনের সংরক্ষিত কামরা থেকে এক মহিলা রেল যাত্রীর ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালালো ছিনতাইবাজ

মালদা ঃ শুক্রবার সকালে আপ হাটেবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনের চলন্ত ট্রেন থেকে এই ছিনতাই এর ঘটনা ঘটে। জানাযায়, ওই মহিলার ব্যাগে প্রায় পাঁচ ভরি সোনা , এবং নগদ পনেরশো টাকা ছিল।। জানাজায় মহিলার ডান হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল এবং সেই ব্যাগটি মহিলার ডান হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিনতাইবাদ চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় আবারও রেলের যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মালদা জিআরপি সূত্রে জানা যায় শুক্রবার সকালে আপ হাটে বাজার এক্সপ্রেস এ মালদার হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী সাহা পাড়ার বাসিন্দা। চন্দনা চৌধুরী ও তার স্বামী কৃষ্ণ চৌধুরী এবং তার দুই মেয়ে সবাই বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিহারের শাহেরশা জেলার মুরলী গন্ডা এলাকায় যাচ্ছিল। তারা সকলেই ড ৪ কামরার ই ছিল। শুক্রবার সকালে ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশন থেকে ছাড়ার পর কিছুদূর যাওয়ার পরই এই ছিনতাই এর ঘটনায় ঘটে। রেল যাত্রী চন্দনা চৌধুরী জানান দিদির ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন পরিবারের সকলে। শুক্রবার সকালে আপ হাটেবাজার এক্সপ্রেস সংরক্ষিত কামরায় তাদের সিট ছিল। ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশন থেকে ছাড়ার পর কিছুদূর যেতেই তার ডান হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটি ছিনি নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকেই নেমে পালিয়ে যায় এক ছিনতাইবাজ। সে সময় ট্রেনের ওই কামরায় কর্তব্যরত রেল টিটিকে বহুবার বলা সত্বেও তারা ট্রেনটিকে থামায়নি। দেখা যায়নি কোন রেল পুলিশ ও। বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সোনা নিয়ে যাচ্ছিল। কানের দুল, হাতের বালা ,গলার চেন, মিলে প্রায় পাঁচ ভরি সোনা ছিল এবং নগদ পনেরশো টাকা ছিল। এদিকে এই ঘটনার পর তারা হাটেবাজার এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে একলাখী স্টেশনে তারা নেমে যাওয়ার পর পরের ট্রেন তেভাগা এক্সপ্রেস সে তারা মালদা টাউন স্টেশনে আসেন এই বিষয়ে মালদা টাউন জিআরপি এসে তারা অভিযোগ করেন। তবে এই ঘটনায় আবারও রেলের যাত্রী সুরক্ষা রেল নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা গেল। পুরো ঘটনাটি তদন্ত নেমেছে মালদার জিআরপি পুলিশ।

'দ্য কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে রাজপথে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ৫ নম্বর মণ্ডল কমিটি

শিলিগুড়ি ঃ 'দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমাটি যেখানে সারা ভারতবর্ষে চলছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই রাজ্যে সিনেমাটি বাতিল করা হয়েছে। আর তারই প্রতিবাদে সরব হয়ে বিক্ষোভ দেখালো ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ৫ নম্বর মন্ডল কমিটি। শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের দাদাভাই মোড়ে প্রথমে মিছিল ও পরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যুব মোর্চার ৫ নম্বর মন্ডল কমিটির কর্মী সমর্থকরা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ৫ নম্বর মন্ডল কমিটি সভাপতি সৌমিত্র সান্যাল, যুব মোর্চার ৫ নম্বর মন্ডল সভাপতি সঞ্জিব কুমার গুপ্ত সহ অন্যান্যরা। কেরালা স্টোরি বাতিল করে এই রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিকে নষ্ট করার এবং রাজ্যের জনগণের গনতান্ত্রিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করার এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা বলে অভিযোগ করেছেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

শনিবার সাত সকালে দুর্ঘটনার কবলে মাছ বোঝাই বোলেরো পিকআপ ভ্যান

জলপাইগুড়ি – শনিবার সাত সকালে দুর্ঘটনার কবলে মাছ বোঝাই বোলেরো পিকআপ ভ্যান। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার পথে জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার পর রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বড়ুলি, টেংরা সহ বিভিন্ন ছোট মাছ। খবর পেয়ে সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা চালক হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা। তবে দুর্ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই। দুর্ঘটনার বিকট শব্দে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গের দা কেরোলা স্টোরি সিনেমার প্রদর্শন নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদ এবং সাধারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়ে ভারতীয় যুব মোর্চার মালদা শাখার সদস্যরা

মালদা – পশ্চিমবঙ্গের দা কেরোলা স্টোরি সিনেমার প্রদর্শন নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদ এবং সাধারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়ে ভারতীয় যুব মোর্চার মালদা শাখার সদস্যরা শুক্রবার সন্ধ্যায় ইংরেজ বাজারের পোস্ট অফিস মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল পুড়ালো। এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছিলেন দক্ষিণ মালদা বিজেপির সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ , রাজ্য যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় , যুব মোর্চা দক্ষিণ মালদার দায়িত্ব প্রাপ্ত সভাপতি রাজিব চম্পোটি সহ আরো বিজেপি নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিল। পোস্ট অফিস মোড়ে রাস্তার উপরে বসে পড়ে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় যুব মোর্চার সদস্যরা, পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশো পুতুলও পুরানো হয়।। বাংলা থেকে কোনমতেই দা কেরালা স্টোরিকে বন্ধ করা যাবে না মূলত এই দাবী ছিল আজকের এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে IPL এর বেটিং চক্র চালানোর অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে IPL এর বেটিং চক্র চালানোর অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম সুন্দরলাল দুগ্গার।জানাগেছে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মাটিগাড়া থানা সাদা পোশাকের পুলিশ এবং শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে শুক্রবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর ওই ব্যক্তি বেশ কয়েকদিন ধরেই অনলাইনে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে IPL এর বেটিং চক্র চালাচ্ছিল। সেইমতো খবর পেয়ে ওই শপিং মলের ভেতরে থাকা ওই ব্যক্তির সোনার দোকানে হানা দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৯৮ হাজার টাকা নগদ। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এই চক্রে আরো কেউ জড়িত রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

কর্নাটকে বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পরই আনন্দ উচ্ছাসে মেতে উঠলেন কংগ্রেস কর্মী এবং সমর্থকেরা

শিলিগুড়ি – কর্নাটকে বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পরই আনন্দ উচ্ছাসে মেতে উঠলেন কংগ্রেস কর্মী এবং সমর্থকেরা। এদিন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির হাসমিচক থেকে একটি বিজয় মিছিল বের করা হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শঙ্কর মালাকার।শনিবার সকাল থেকেই ফল প্রকাশ হচ্ছিল কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের। আর বেলা যত বাড়ছে ততই আসন সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেস। ম্যাজিক ফিগার পার করেছে কংগ্রেস এবং সেই জয়ের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই বিজয় উৎসবে নেমে পড়লেন শিলিগুড়ির কংগ্রেস নেতাকর্মীসমর্থকরা।কংগ্রেস নেতারা একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে, ফুলের মালা দিয়ে সবুজ আবির উড়িয়ে একে অপরকে সবুজ আবির মাখিয়ে আনন্দ উৎসবে মাতলেন।

চাকরি বাতিল নিয়ে আদালতের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রাথমিক শিক্ষকরা

শিলিগুড়ি – চাকরি বাতিল নিয়ে আদালতের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রাথমিক শিক্ষকরা। শনিবার শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের প্রধান গেটের সামনে প্রতিবাদে সামিল হন প্রাথমিক শিক্ষকরা। জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালের পরীক্ষায় শিলিগুড়ি থেকে ৩৫০ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি হয়। শিক্ষকদের দাবি, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় অ্যাপটিটিউট টেস্ট নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট কয়েকজনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এতো বড়ো সিদ্ধান্ত নিল। এর বিরোধিতায় তাদের আন্দোলন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।প্রসঙ্গত, গতকাল এক ধাক্কায় ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল করে দেন কলকাতা হাইকোর্ট।২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে ২০১৬ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন ৪২ হাজার ৫০০ শিক্ষক। এই নিয়োগে ইন্টারভিউতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এমনকি নিয়োগ পরীক্ষায় অ্যাপটিটিউড টেস্টও নেওয়া হয়নি বলে ইন্টারভিউয়াররাই বিচারপতির কাছে সাক্ষ্য দিয়ে জানিয়েছেন। ৩৬ হাজার জনের চাকরি বাতিল হলেও বাকি ৬ হাজার ৫০০ জনের চাকরি বহাল থাকছে। রাজ্যকে তিনমাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে তা শেষ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ি পলিটেকনিক কলেজে ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

শিলিগুড়িঃ ABVP ছাত্র সংগঠন এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্লোগানের পাল্টা স্লোগানে ফের উত্তেজনা, ক্রমেই উওপ্ত হয়ে ওঠে কলেজ সংলগ্ন এলাকা।জানা যায় গতকাল শিলিগুড়ি পলিটেকনিক কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। যার জেরে শুক্রবার সকাল থেকেই বন্ধ ছিল কলেজের গেট। পরবর্তীতে সেখানে অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীরা এসে কলেজের গেট খুলে দেয় ও দেওয়ালে লাগানো পোস্টারও ছিঁড়ে ফেলে।অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়ন করা হয় পুলিশবাহিনী। উল্লেখ্য, গতকাল স্মারকলিপি দেওয়াকে কেন্দ্র করে ওই দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আহত হয় দুই পড়ুয়া।এই ঘটনার প্রতিবাদেই এই ধর্মঘট। বর্তমানে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে গোটা এলাকা।

বিজেপির বুথ সহসভাপতিকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহারঃ মারুগঞ্জের আমলাগুরি বাজারে ৮৮৮ নম্বর বুথের বিজেপির বুথ সহসভাপতি অমল রায় কে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অমল রায় নামে ওই বিজেপি কর্মী বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।গতকাল রাতে অমল রায় বাজারে গিয়েছিল। বাজারে তাকে একা পেয়ে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী তার উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। যদিও তৃণমূলের দাবি সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। ঘটনার পর তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ বিজেপি দল করায় বিজেপির বুথ সহসভাপতি অমল রায় কে মারধর করা হয়েছে। অপরদিকে তৃনমূল কর্মীদের দাবি অমল রায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকায় বাজার এলাকার মানুষ তাকে মারধর করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়,তার দায় আমাদের উপর চাপিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে বিজেপি।

নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ করার খুন করার ঘটনার ১৭ দিন পর মৃত ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায়

মালদা ঃপুরাতন মালদার নবাবগঞ্জ দত্তপাড়ায় নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ করার খুন করার ঘটনার ১৭ দিন পর মৃত ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় । তিনি মৃত ছাত্রীর মা এবং পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন, কথা বলার পর ওই ছাত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান , পুলিশ তদন্ত করেছে এবং তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে । বর্তমানে মৃত ছাত্রী পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই ।তবে দুই আসামির মধ্যে একজনকে পুলিশ ছেড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি জানান, যেহেতু সন্দেহভাজন একজনকে আটক করা হয়েছিল ও সে নির্দেশিত প্রমাণিত হওয়ায় একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু মূল অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করা হয়েছে পাশাপাশি সুদেষ্ণা রায় আরো জানান তিনি এখানে রাজনীতি করতে আসেননি কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবারের খোঁজ খবর নিয়ে আসছেন এবং আজকে একটি অন্য কাজে মালদা আসেন সেই সূত্রে এই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

প্রশাসনিক সংস্কারে কেবিনেটের অনুমোদন, জেলাশাসক ডেপুটি কমিশনার নয় বরং ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন

গুয়াহাটির রিজার্ভ ব্যাংক থেকে নুনমাটি পর্যন্ত ৫.৪ কিলোমিটারের দেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম এলিভেটেড করিডর নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রতিবারের মত শুক্রবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিশেষ করে মাইক্রো ফাইন্যান্স এর অধীনে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণ প্রদান করা, চা বাগান এলাকার শিক্ষা অনুষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে সাঁওতালি ভাষার প্রবর্তনে অনুমোদন জানিয়েছে মন্ত্রিসভা। এদিনের কেবিনেট বৈঠকে গুয়াহাটি মহানগরের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিভিশনাল কমিশনারেট বাতিল করণ সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আযো়জিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর গ্রহণ করা যাবতীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত করাতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রেক্ষাগৃহে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আযো়জন করা হয়েছিল। কেবিনেট বৈঠকে গ্রহণ করা যাবতীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা বলেন প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে তিনসুকিয়া জেলায় জেলাশাসকদের সম্মেলনে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের ক্যাবিনেট অনুমোদন জানিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার থেকে বিভিন্ন ডিভিশনাল কমিশনারেট ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হবে। তবে ডিভিশনাল কমিশনারেটের যাবতীয় দায়িত্ব সাধারণ প্রশাসন বিভাগের সচিবের হাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। লোয়ার আসাম কমিশনারেট, অপার আসাম কমিশনারেট, বরাক ভ্যালি কমিশনারেট অর্থাৎ রিজনাল কমিশনার পদ বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। ফলে এবার থেকে প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক ডেপুটি কমিশনার নয় বরং ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন। ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারদের জেলার ভিতরে তৃতীয়, চতুর্থ বর্গ ছাড়াও গেজেটেড অফিসারদের বদলি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে গেজেটেড অফিসারদের বদলির ক্ষেত্রে অভিভাবক মন্ত্রীদের থেকে অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে জানালেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা।

অন্যদিকে মাইক্রো ফাইন্যান্স এর অধীনে ঋণ নেওয়া মহিলাদের সরকারের তরফে ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে। মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা বলেন নির্বাচনে সরকার দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৮.৭৩ লক্ষ মহিলাদের ১৬০০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯৮ হাজার মহিলাদের ১৯০ কোটি টাকা ঋণ সরকার মিটিয়ে দিয়েছে। এবার তৃতীয় পর্যায়ের অধীনে ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বকেয়া মূলধন থাকা এনপিএ একাউন্টধারী মহিলাদের ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ সরকার পরিতোষ করবে বলে জানালেন তিনি। এই ঋণ পরিতোষ করার মহিলারা ফের ঋণ নিতে সক্ষম হবেন বলে জান উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন পরবর্তী পর্যায়ে ৫০০০০ টাকার ঋণ নেওয়া এবং এর পরবর্তীকালে এক লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া মহিলাদের ঋণের পরিমাণ দিয়ে দেবে সরকার। উল্লেখ্য প্রথম পর্যায়ে ঋণ ফিরিয়ে না দেওয়া মহিলাদের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মাঝেমধ্যে ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া মহিলাদের ঋণ পরিতোষ করেছে সরকার। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানালেন তিনি। মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা বলেন গুয়াহাটি মহানগরের রিজার্ভ ব্যাংক কিংবা সন্দিকৈ কলেজের সামনে থেকে নুনমাটির এফসিআই গুদাম পর্যন্ত ৫.৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি এলিভেটেড করিডর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই ফ্লাইওভার দেশের যেকোনো মহানগরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দীর্ঘতম এলিভেটেড করিডর হিসেবে পরিগণিত হবে। এর জন্য ৮৫২.৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টেন্ডার আইফোনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে বলে জানালেন তিনি। মন্ত্রী বলেন রিজার্ভ ব্যাংক থেকে নুন মাটি পর্যন্ত এমনিতে দূরত্ব ৪.৫ কিলোমিটার। কিন্তু যেহেতু এই প্রস্তাবিত এলিভেটেড করিডোর থেকে একটি শাখা রাজগড়ের দিকে যাবে ফলে এর মোট দৈর্ঘ্য ৫.৪ কিলোমিটার হবে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন মালিগাও আদাবাড়ি এলাকায় নির্মীয়মান ফ্লাইওভারের পর এটা হবে দ্বিতীয় চারলেন যুক্ত এলিমিটেড করিডোর।

সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন কেবিনেটে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওলসিকি লিপির সঙ্গে শিক্ষা অনুষ্ঠান গুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সাঁওতালি ভাষা প্রবর্তন করা হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে চা বাগান এলাকায় থাকা শিক্ষা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দের সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এর ফলে চা বাগান এলাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু।

২৩ লক্ষ ভোটের সুবিধা থাকলেও এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা হলে কংগ্রেসের ক্ষতি হবে বলে আশঙ্ক সাংসদ আব্দুল খালেকের

লোকসভা নির্বাচনে আসন লাভের সংখ্যা নির্ধারণের সময় আসেনি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক। এক কালে প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর প্রেস উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এই সাংসদকে লোকসভায় দলের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। শুক্রবার অসম বিধানসভায় স্থিত সাংবাদিকদের রুমে হঠাৎ আগমন ঘটে সাংসদ আব্দুল খালেকের। অনানুষ্ঠানিক ভাবে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে চাবিস্কুট খেয়ে বহু বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতার প্রসঙ্গে বহু কথা বলেছেন কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক। তিনি বলেন এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা হলে ব্যক্তিগতভাবে তার লাভ হতো। কারণ এই মিত্রতার ফলে তিনি অতিরিক্ত ভাবে ২৩ লক্ষ ভোট পেতে সক্ষম হতেন। কিন্তু এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা হলে দলের ব্যাপক ক্ষতি হবে। এটা মেনে নেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে নিতীশ কুমার তথা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে অর্থাৎ বিজেপি বিরোধী ঐক্য মঞ্চের মধ্যে এআইইউডিএফ এর অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি। সাংসদ আব্দুল খালেক বলেন এআইইউডিএফ বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকলেও আপত্তি নেই। কিন্তু মূল কথা অসমে লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে মিত্রতা। তবে সেটা হবে না। লোকসভা কেন্দ্র সম্পর্কে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে কোন ধরনের আলোচনা করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। সাংসদ বলেন এনসিপির সঙ্গে কংগ্রেসের মিত্রতা রয়েছে কিন্তু এই দলটির জন্য কোন আসন ছাড়েনা দল। ফলে একইভাবে এআইইউডিএফ এর ক্ষেত্রেও আসন ছাড়বে না কংগ্রেস। দলটিকে বিহারে গিয়ে আসনের ক্ষেত্রে সমঝোতা করার উপদেশ দিয়েছেন তিনি।

কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক বলেন নিতীশ কুমার কিংবা শরদ পাওয়ার অসমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে পারবেন না। না বুঝতে পারাই স্বাভাবিক। প্রতিটি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে থাকে। পরিস্থিতি অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের সঙ্গে মিত্রতা করে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে তার কথায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে কংগ্রেস। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দলটি রাজ্যে কয়টি আসন দখল করতে পারবে সে ক্ষেত্রে এখনই বলা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কথার প্রসঙ্গে তিনি বলেন কেরালার মুসলিম লীগ দলটির নাম মুসলিম হলেও তাদের প্রত্যেক জন নেতার ক্লিন সেভ রয়েছে। অর্থাৎ মুখে কোনো দাড়ি নেই, মাথায় ধর্মীয় টুপিও নেই, দলটি ধর্মনিরপেক্ষ। এই বিষয়টি উত্থাপন করে এআইইউডিএফ এর প্রতি এক বার্তা দিতে চেয়েছেন তিনি। সাংসদ আব্দুল খালেক বলেন এই বিষয়টি এত তাড়াতাড়ি বলা যাবে না। নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রে এক বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে বলে মতামত তুলে ধরেন আব্দুল খালেক।

কর্ণাটক নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর কংগ্রেস এক নতুন উদ্যমে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি মিথ্যে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সাংসদ আব্দুল খালেক বলেন প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী এবং দক্ষতার ভিত্তিতে সিদ্ধারামাইয়াকে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে যোগ্য। তবে ডিকে শিবকুমারও মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য একইভাবে যোগ্য প্রার্থী। তার দলীয় সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা ব্যাপক বলে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস সংসদ। অবশেষে কর্ণাটক নির্বাচনের মুখ্যমন্ত্রীর পদের ক্ষেত্রে দল সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে নির্মাণ করা নতুন পার্লামেন্ট ভবন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন আব্দুল খালেক। কংগ্রেস সংসদ বলেন সাংবাদিকরা বা প্রত্যেকেই যেভাবে ছবি দেখেছে এখন পর্যন্ত তিনিও নতুন পার্লামেন্ট ভবনের ছবি দেখেছেন। তবে আগামী ২৮ মে এই নতুন পার্লামেন্ট ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার পর সেখানে যাওয়ার সুযোগ হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। আব্দুল খালেক বলেন ইতিমধ্যে প্রত্যেক সাংসদকে নতুন পার্লামেন্ট ভবনের আইডি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন বর্তমান সংসদ ভবনের অবস্থা ভালো নয়। সেখানে সাংসদদের বসার মতন জায়গা থাকলেও কোন ফাইলপত্র অথবা কাগজ রাখার জায়গা নেই। শুধুমাত্র যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উল্টোদিকে থাকা সোনিয়া গান্ধী কিংবা অধীর রঞ্জন বসেন সেই রোতে কাগজপত্র রাখার জায়গা রয়েছে। সাংসদদের এক্ষেত্রে ব্যাপক অসুবিধা। এর তুলনায় অসম বিধানসভায় বিধায়কদের জন্য বেশি সুবিধা জনক স্থান রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বর্তমানের সংসদ ভবনে সাংসদদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বসার আসন নেই। কিন্তু নতুন পার্লামেন্ট ভবনে ৮০০ র অধিক সাংসদদের বসার জায়গা থাকবে। কংগ্রেস নবনির্মিত পার্লামেন্ট ভবনের ব্যাপক সমালোচনা করলেও জরাজির্ণ অবস্থায় থাকা বর্তমানে সংসদ ভবনের বিকল্পের প্রযো়জনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সাংসদ আব্দুল খালেক। অসম বিধানসভার নতুন ভবন নির্মাণের দেরি হওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং বিজেপি সরকার উভয় দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অচিন পাখি সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ - দেবকী কুমার চ্যাটার্জীর ভাবনা প্রসূত অচিন পাখি সংস্থার উদ্যোগে শনিবার একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো সিউড়ি দুইনং ব্লকের সজিনা বাউল বাগানে। অচিন পাখি সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় সবুজায়নের পাশাপাশি দুঃস্থ বাচ্চাদের পড়াশুনা সহ সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠাতা দেবকিবাবুর এগারোতম শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা উপলক্ষ্যে রক্তদানের মহতী উদ্যোগ নেয় সংস্থার সদস্যরা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় উশাগ্রাম সবুজ সংঘ ও সজিনা প্রগতি সংঘ। অচিন পাখি সংস্থার সদস্য সদস্যা ও বিভিন্ন এলাকার মানুষদের নিয়ে মোট পঁয়ত্রিশ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। সিউড়ি সদর হসপিটালের পক্ষে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংস্থার পক্ষে মিলন দত্ত বলেন, আগামীতে একটি স্কুল তৈরি করে সেখানে অনগ্রসর ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা বাচ্চাদের পড়াশুনার দায়িত্ব নেবো। আরও বেশি করে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে চায় এলাকায়।

প্রেস নোট সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইন্সি

কলকাতা ২০ মে, ২০২৩ তারিখে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গনে 4 CNþএ মিলারের ইমেশনাল ইয়ার ২০২৩ উদযাপনের অংশ হিসাবে মাইলের গুরুত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের পুষ্টি ও ঔষধি ব্যবহার সম্পর্কে একদিনের কর্মশালার অনুষ্ঠান করেছে। ব্লক, সাল্লাকে, কলকাতা৭০০০৯১। ডাঃ জি বাবা, ডিরেক্টর CARI (কলকাতা) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পালিত হয় ডাঃ পূবালী ধর, অধ্যাপক, হোন সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকু ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামটি হারানো ধরবন্তর পূজার মাধ্যমে শুরু হয় এবং স্বাগত ভাষণ দেওয়া হয়। ড. জি. বাবে, ডিরেক্টর, CARI (কলকাতা) এবং মূল্যবান বক্তৃতা করেছেন ড. এ. কে. মঙ্গল, এ.ডি. (ফার্মাকগনোসি) এবং ড. টি. কে. মন্ডল, এ.ডি. (আয়ুর্বেদ)। ২০২৩ সালকে জাতিসংঘের দ্বারা মিলের ইনসেমনেশনাল ইয়ার হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতের প্রস্তাব অনুসরণ করে, যেটি মিলের জন্য একটি বৈশ্বিক হাব হিসাবে নিজেকে অবস্থান করতে চায়। বৈশ্বিক কৃষিখাদ্য ব্যবস্থা যেমন ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর জন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তাই বাজরের মতো স্থিতিস্থাপক সিরিয়ালগুলি একটি সাশ্রয়ী মূল্যের এবং পুষ্টিকর বিকল্প সরবরাহ করে এবং তাদের চাষের প্রচারের জন্য প্রচেষ্টাকে বর্ধিত করা দরকার এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন ডি. পুহালি ধর বাজরার গুরুত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের ত্রিশূল ও ঔষধি ব্যবহার এবং ডাঃ দীপসুন্দর সাহু, আর.ও. (আয়ুর্বেদ) লাইফস্টাইল রোগ প্রতিরোধের জন্য বাজরার গুরুত্ব বিষয়ে প্রায় ১২০ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি। ডক্টর দেবজ্যোতি দাস, আরও-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। (আয়ুর্বেদ)। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. সুস্মিতা রায়, আইএলও। (অণুজীববিদ্যা) (ড. জি. বাবু) পরিচালক CARL, কলকাতা

সপ্তাহের শুরুতেই ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ের পূর্বাভাস! একনজরে বাংলার জেলাগুলি আবহাওয়া

কলকাতা ঃ সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার আর বেলা বাড়তেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে এদিন বিকেলে বিভিন্ন জেলায় ব্রজবিদ্যুত সহ কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস অন্যদিকে ওইদিন দক্ষিণবঙ্গে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। শনিবার বিকেলে দেওয়া আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২১ মে রবিবার সকালের মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার কোনও কোনও জায়গায় হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বাকি তিন জেলায় হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে সবকটি জেলাতেই ঘন্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ ২২ মে সোমবার সকালের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো হাওয়া (ঘন্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে) এবং হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আগামী তিন দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দিনের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। পরের দুদিনে তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। শনিবার বিকেলে দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ২১ মে রবিবার সকালের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ঘন্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। বাকি সব জেলায় ঘন্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে জেলাগুলিতে বজ্রপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ ২২ মে সোমবার সকালের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঘন্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহেরও পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে ঝড়ের বেগ বাড়বে। আবহাওয়ার খবর আবহাওয়া দফতর শনিবার বিকেলে জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় কলকাতা সহ আশপাশের এলাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। বিকেল কিংবা সন্ধের দিকে কোনও কোনও জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে যথাক্রমে ৩৬ ও ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়েছে। ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক। শুক্রবার এই তাপমাত্রা ছিল ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বনিম্ন ৬৩ শতাংশ। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস) একনজরে আসানসোল ২৪.৬ বহরমপুর ২৬.২ বাঁকুড়া ২৪.৪ বর্ধমান ২৩ কোচবিহার ২১.৪ দার্জিলিং ১২ কালিম্পং ১৬ দিঘা ২৩.৫ কলকাতা ২৬.৬ দমদম ২৫.৬ কৃষ্ণনগর ২৫.৪ মালদহ ২৩.৬ মেদিনীপুর ২১.১ শিলিগুড়ি ২৫ শ্রীনিকেতন ১৮.৫ সুন্দরবন ২১ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(ডিগ্রি সেলসিয়াস), ব্র্যাকেটে আগের দিনের তাপমাত্রা আসানসোল (৩৯.১) বহরমপুর (৩৭) বাঁকুড়া (৩৮.৫) বর্ধমান (৩৮) কোচবিহার (২৯.৫) দার্জিলিং (১৮.৪) কালিম্পং (২০) দিঘা (৩৬.৬) কলকাতা (৩৬.১) দমদম (৩৭.৬) কৃষ্ণনগর (৩৭) মালদহ (৩৩.৯) মেদিনীপুর (৩১.৫) শিলিগুড়ি (৩১.১) শ্রীনিকেতন (৩৮.৫) সুন্দরবন (৩৪)

সম্পাদকীয়

চীন ও রাশিয়ার প্রভাব মোকাবেলায় বৈদেশিক সাহায্যই চাবিকাঠি ঃকংগ্রেসে ইউএসএআইডি প্রধান

রিপাবলিকান শীর্ষ আইনপ্রণেতা বুধবার জানিয়েছেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপির) হুমকি মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)'র জন্য অর্থায়নের অগ্রাধিকার যথেষ্ট নয়। বাইডেন প্রশাসন ইউএসএআইডির জন্য ৩২০০ কোটি ডলার বৈদেশিক সহায়তা চেয়েছে যা ২০২৩ সালে কংগ্রেসের বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে ৩০০ কোটি ডলার বেশি। হাউজ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান মাইকেল ম্যাককাউল ইউএসএআইডির প্রশাসক সামান্থা পাওয়ারের সঙ্গে শুনানিতে বলেন, চীনা প্রভাব মোকাবেলায় সংস্থাটি তহবিলে অনুরোধ করা ৪০ কোটি ডলার কিভাবে ব্যয় করবে তা স্পষ্ট নয়। ম্যাককাউল বলেন,

বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক নেতৃত্বকে তুলে ধরতে আমাদের বৈদেশিক সহায়তা অবশ্যই সিসিপি এবং আমাদের প্রতিপক্ষদের ঠেকাতে বিকল্প হিসাবে কাজ করবে। ক্যাপিটল হিলে বিভাগীয় প্রধানদের সাথে বাজেট শুনানি একটি বার্ষিক অনুশীলন, অর্থায়নের অনুরোধগুলি আলোচনার সূচনা পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে। হাউজ ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটিকে পাওয়ার বলেন, প্রতিকূল শর্তে অস্বচ্ছ ঋণ অথবা ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে হোক না কেন গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং (রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির) পুতিন পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রস্তুত। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে মূল্য দেয় এবং আন্তর্জাতিক সীমানাকে সম্মান করে এমন একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, কর্তৃত্ববাদী সরকাররা চায় একে চ্যালেঞ্জ করতে এবং এটিকে নতুন করে আকার দেওয়ার দিকে এদের লক্ষ্য। আমাদেরকে বিনিয়োগ করতে হবে স্থিতিশীল ও মানবিক এই বিশ্বের জন্য, যা আমাদের জন্য প্রয়োজন। পাওয়ার আইনপ্রণেতাদের বলেন, আসন্ন ঋণসীমা সংকট মোকাবেলায় হাউজ রিপাবলিকানদের বাজেট আইন ইউএসএআইডির বিশ্বব্যাপী মিশন এবং আমেরিকার বৈশ্বিক প্রভাবের জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করবে। গত মাসে রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি সভার সদস্যরা এমন একটি আইন পাস করেছে, যা ডেমোক্র্যাট সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তরাষ্ট্র সেনেটে গৃহীত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের প্রস্তাব পাস হলে ইউএসএআইডি'র অর্থায়ন ২২ শতাংশ পর্যন্ত কমানোসহ সরকারি ব্যয় কমানোর বিনিময়ে ঋণের সীমা বাড়ানো হবে। রোববার এবিসি নিউজকে ম্যাককাউল বলেন, ঋণ খেলাপির পথে যাওয়া সঠিক পথ নয়। আমাদের শত্রুরা বিষয়টি খুব নিবিড়ভাবে দেখছে। আমরা যখন বিভক্ত হই সেটা তারা পর্যবেক্ষণ করছে। ... আমি মনে করি, যাতে আমরা সংবিধানের অধীনে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও কৃতিত্ব হারাই সেটাই তো তারা দেখতে চায় বিশেষ করে চীন। তিনি আরও বলেন, রিপাবলিকানরা এটি এড়ানোর জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঋণখেলাপি হলে কি বিশ্ব অর্থনীতিতে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে?

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এখন এমন চরম অচলাবস্থার মধ্যে আটকে আছে, যা কেবল তাদের জন্য নয়, বিশ্ব অর্থনীতির জন্যই এক মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের জন্য ঋণের যে সর্বোচ্চ সীমা (ডেট সিলিং) বেঁধে দেয়া আছে, সেটি আরও বাড়ানো হবে কিনা তা নিয়ে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান দু'পক্ষই যার যার অবস্থানে অনড়।

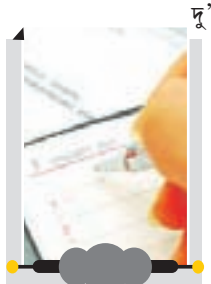

ডিয়ারবেইল জর্ডান
প্রাবন্ধিক

যদি এই অচলাবস্থার কোন সমাধান না হয়, তাহলে এর জন্য বিশ্ব অর্থনীতিকে হয়তো এ যাবতকালের সবচেয়ে চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানরা যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আরও অর্থ ধার করতে দিতে রাজী না হয়, বা তাদের ভাষায় ঋণের সর্বোচ্চ সীমা (ডেট সিলিং) না বাড়ায়, তাহলে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির এই দেশ তাদের ৩১ দশমিক চার ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ঋণ খেলাপি হবে।

এরকম সমঝোতায় পৌঁছানোর সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আগামী ১লা জুনের মধ্যে যেভাবেই হোক এই অচলাবস্থার নিরসন করতে হবে।

যদি তা না হয়, ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী জেরেমি হান্ট হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, এর পরিণতি হবে মারাত্মক বিধ্বংসী।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ঋণখেলাপি হলে এর কী প্রভাব পড়বে মার্কিন এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে? এতে গোটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের ওপরই বা কী প্রভাব পড়বে?

'ডেট সিলিং' বা ঋণের সর্বোচ্চ সীমা কী? শুরুতে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

যুক্তরাষ্ট্রে আইন করে নির্দিষ্ট করা আছে, সরকার সর্বোচ্চ কী পরিমাণ অর্থ ধার করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যয়ের বড় খাতগুলো হচ্ছে ফেডারেল সরকারের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা, সামরিক ব্যয়, সোশ্যাল সিকিউরিটি, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। এর সঙ্গে আছে সরকারের জাতীয় ঋণের কিস্তি এবং এর সুদ পরিশোধ এবং ট্যাক্স রিফান্ড ইত্যাদি।

গত বেশ কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা বাড়ানো হচ্ছে, কারণ সরকার আসলে যা আয় করছে, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করছে।

ঋণ করার সর্বোচ্চ সীমা এখন বেঁধে দেয়া আছে ৩১ দশমিক চার ট্রিলিয়ন ডলারে। কিন্তু গত জানুয়ারি মাসেই যুক্তরাষ্ট্র সরকারি ঋণ এই সীমায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় অন্য কিছু উপায়ে সরকারকে বাড়তি অর্থ জোগান দিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়ালেন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, যদি সরকার আরও অর্থ ধার করতে না পারে, তাহলে ১লা জুনের মধ্যেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে য, সরকার হয়তো আর তার ধারদেনাদায় পরিশোধ করতে পারবে না।

প্রথমেই বলে নেয়া ভালো, বিবিসি যত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছে, তারা কেউই মনে করেন না যে, যুক্তরাষ্ট্র ঋণখেলাপি হবে।

কিন্তু যদি ঋণখেলাপি হয়, তখন কী?

একটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড 'প্যানমিউর গর্ডনের' প্রধান অর্থনীতিবিদ সাইমন ফ্রেঞ্চের ভাষায়, যদি এরকম কিছু আসলেই ঘটে, তখন এই বিপর্যয়ের তুলনায় ২০০৮ সালের বিশ্ব ব্যাংকিং এবং আর্থিক সংকটকে এক সামান্য বিষয় বলে মনে হবে। পনের বছর আগে ২০০৮ সালের ঐ সংকটের সময় বিশ্বের বড় বড় বহু ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে মারাত্মক মন্দা দেখা দিয়েছিল।

যদি যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ঋণের সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানো না হয়, তখন সরকার আর নতুন করে অর্থ ধার করতে পারবে না। এর ফলে দ্রুত সরকারের হাতে অর্থ ফুরিয়ে যাবে, তারা আর দায়দেনা পরিশোধ করতে পারবে না, জনগণকে যেসব সুযোগসুবিধাসেবা দিতে হয়, সেগুলোও অব্যাহত রাখতে পারবে না।

তখন সরকার বাধ্য হবে জনগণকে কল্যাণ ভাতা এবং যেসব অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়, যে সাহায্য দেয়, তা বন্ধ করতে। এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাবে, মানুষ তাদের ব্যয় মেটাতে পারবে না। আর পরিণামে মার্কিন অর্থনীতিতে এর ধাক্কা লাগবে, বলছেন এ জে বেল বলে একটি প্রতিষ্ঠানের ইনভেস্টমেন্ট ডিরেক্টর রাস মোল্ড।

হোয়াইট হাউসের 'কাউন্সিল অব ইকোনোমিক এডভাইজার্স' হিসেব করে দেখেছে, সরকার যদি একটা দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঋণের সীমার ব্যাপারে কোন সমাধানে পৌঁছাতে না পারে, মার্কিন অর্থনীতি ৬ দশমিক এক শতাংশ পর্যন্ত সংকুচিত হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন্স কলেজের প্রেসিডেন্ট এবং নামকরা অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ আল এরিয়ান

বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ঋণখেলাপি হয়, তখন পুরো মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেবে। এর প্রভাব গিয়ে পড়বে বাকী বিশ্বে। যেমন যুক্তরাজ্যে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিপুল ব্যবসাবাণিজ্য করে।

যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু সারা বিশ্বজুড়ে সব দেশের সঙ্গেই ব্যবসাবাণিজ্য বড় অংশীদার। মন্দায় পড়লে তারা বাকী বিশ্ব থেকে জিনিসপত্রও কিনবে অনেক কম, বলছেন মি. আল এরিয়ান। তবে তিনি মনে করেন না, মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে সেটি ব্রিটিশ অর্থনীতিকেও থমকে দেবে।

মি. ফ্রেঞ্চ অবশ্য এ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করলেন। তার মতে, মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা মানে হচ্ছে ব্রিটিশ অর্থনীতিও নিশ্চিতভাবেই মন্দায় পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্র ঋণ খেলাপি হওয়ার মানে কেবল ব্যবসাবাণিজ্যেই মন্দা নয়, এর প্রভাব পড়বে বাড়ি কেনার ঋণ হতে শুরু করে আরও অনেক কিছুর ওপর।

মি. ফ্রেঞ্চ বলেন, যুক্তরাজ্যে এর ফলে বাড়ি কেনার ঋণের খরচ বেড়ে যাবে, বাড়বে বেকারত্ব।

এটি হবে রীতিমত এক প্রলয়কাণ্ড, বলছেন তিনি।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির একটি সমস্যার কারণে যুক্তরাজ্যে কেন বাড়ি কেনার ঋণের খরচ বাড়বে?

যখন কোন সরকার অর্থ ধার করতে চায়, তারা বন্ড বিক্রি করে। যুক্তরাষ্ট্রে এই বন্ডের নাম 'ট্রেজারি বন্ড', আর যুক্তরাজ্যে এরকম বন্ডকে বলা হয়, 'গিল্ট'। একজন বিনিয়োগকারী যখন সরকারের কাছ থেকে এরকম বন্ড বা গিল্ট কেনেন, তখন তিনি বিনিয়োগ করা অর্থের জন্য সরকারের কাছ থেকে সুদ পান।

কিন্তু যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার ঋণ পরিশোধ না করে বা এমনকি সুদের অর্থও পরিশোধ না করে, তখন বিনিয়োগকারীরা ভাববে, যদি যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঋণখেলাপি হতে পারে, তাহলে যুক্তরাজ্যের সরকারও যে হবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বলছেন মি. ফ্রেঞ্চ।

তখন বিনিয়োগকারীরা যুক্তরাজ্যে সরকারী বন্ড কেনার জন্য আরও বেশি সুদ দাবি করবে।

যে কোন ঋণের সুদের হার নির্ধারিত হয় এই ঋণ দেয়ার ঝুঁকি কতটা তার উপর ভিত্তি করে, সেটি বাড়ি কেনার জন্য দেয়া ঋণই হোক, বা সরকারের ধার করা ঋণই হোক। কাজেই যখন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যখন ঋণখেলাপি হবে সেটা বিরাট বড় এক ঝুঁকির ঘটনা, এবং তখন রাতারাতি সব ধরণের ঋণের সুদের হার কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে, বলছেন তিনি।

মার্কিন ডলার হচ্ছে গোটা বিশ্বের জন্য রিজার্ভ মুদ্রা।

এর মানে হচ্ছে, সারা বিশ্বে যত ধরণের পণ্যের লেনদেন হয়, যেমন জ্বালানি তেল থেকে শুরু করে গম সবকিছুর দাম কিন্তু নির্ধারিত হয় ডলারে।

যদি যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ঋণ খেলাপি হয়, সাথে সাথে ডলারের দাম নাটকীয়ভাবে পড়ে যাবে।

মনে হতে পারে, এটা তো বাকী বিশ্বের জন্য ভালো খবর। কিন্তু মি. ফ্রেঞ্চ বলছেন, এর মানে হচ্ছে, যারা বিশ্বে পণ্যের বাজারে বিনিয়োগ করে, তারা তখন জানবে না, কীভাবে তাদের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

যখন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এভাবে ঋণখেলাপি হবে, তখন কিন্তু হঠাৎ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতংক তৈরি হবে। তারা প্রশ্ন করতে শুরু করবে, এরপর কি জাপান? যুক্তরাজ্যেও কি একই ঘটনা ঘটবে? তারপর কি জার্মানি? এরপর আর কারা ঋণখেলাপি হবে, বলছেন তিনি।

তখন আমাদেরকে হঠাৎ সবকিছুর দাম নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে। অর্থনীতির পরিভাষায়, এর নাম 'রিস্ক প্রিমিয়াম', অর্থাৎ বাড়তি ঝুঁকি। তখন সব কিছুর দামের মধ্যে এই বাড়তি ঝুঁকির খরচ যুক্ত হবে। কাজেই রুটির দাম পর্যন্ত বেড়ে যাবে।

যদি খাদ্য থেকে শুরু করে জ্বালানি তেল, সবকিছুর দাম বেড়ে যায়, তখন কোটি কোটি মানুষের জীবনধারণের ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে।

বিশ্বের শেয়ার বাজারের ৬০ শতাংশ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের হাতে, বলছেন মি. মোল্ড।

কাজেই পেনশন তহবিলের যে অর্থ মার্কিন শেয়ারে বিনিয়োগ করা আছে, সেগুলো কিন্তু ঝুঁকিতে পড়বে। লোকে হয়তো জানেই না যে তাদের পেনশনের অর্থ সেখানে বিনিয়োগ করা, বলছেন তিনি।

আর যুক্তরাষ্ট্র ঋণখেলাপি হলে শেয়ার বাজারে তার বাজে প্রতিক্রিয়া হবেই।

তবে সবকিছুই দুঃসংবাদ বলে ধরে নেয়া ঠিক হবে না।

২০১১ সালেও ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানরা ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নিয়ে এরকম অচলাবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন, সেই অচলাবস্থার নিরসন হয়েছিল ঋণখেলাপি হওয়ার সময়সীমা ঘনিয়ে আসার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

তখন মার্কিন শেয়ার বাজারে ধস নেমেছিল। তবে এই আতংক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, নাটকীয়ভাবে পড়ে যাওয়া শেয়ার বাজার আবার পরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

মি. মোল্ড মনে করছেন, এবারেও হয়তো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

তিনি বলেন, তবে এই মূহুর্তে যারা পেনশনের টাকা তুলছেন, তাদের ওপর এর প্রভাব পড়বে। কিন্তু যারা তাদের পেনশনের অর্থ নেয়া শুরু করবেন আরও পরে, তাদের বেলায় শেয়ার বাজারের এই পতনের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য হয়তো সময় পাওয়া যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে ডেট সিলিং এর বিষয়টি প্রথম চালু করা হয় ১৯১৭ সালে। তখন এর লক্ষ্য ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারকে অর্থ ধার করার জন্য অনেক বেশি সুযোগ দেয়া। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক মেরুকরণ তীব্র হয়ে উঠার পর ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নিয়ে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে মারাত্মক বিভেদ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঋণের পরিমাণও বাড়ছে, গত এক দশকে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

এর কারণও আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, ২০০৮ সালের আর্থিক এবং ব্যাংকিং সংকট। এরপর সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। আর করোনাভাইরাস মহামারির পরও আবার সরকারকে বিপুল অর্থ ঢালতে হয়েছে মানুষকে অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে। তবে এটাও একটা বাস্তবতা যে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ২০০১ সাল হতে ক্রমাগত ঘাটতির মধ্যে আছে, যত অর্থ সরকার আয় করছে, ব্যয় করছে তার বেশি। ফলে সরকারকে আরও বেশি অর্থ ধার করতে হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত রিপাবলিকানরা ছোট আকারের সরকারের পক্ষে, তারা সরকারী ব্যয় টেনে ধরার পক্ষপাতী। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা জনকল্যাণমূলক খাতে বেশি ব্যয়ের পক্ষপাতী।

কাজেই যখন কোন সরকার এরকম ঋণের সর্বোচ্চ সীমা আরও বাড়ানোর বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে, তখন দুই পক্ষই এই বিষয়টিকে নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

২০১১ সালে ঋণের সীমা নিয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নিরসন তখনই হয়েছিল, যখন প্রেসিডেন্ট ওবামা সরকারী ব্যয় নয়শো বিলিয়ন ডলার কমাতে রাজী হয়েছিলেন। তখন কংগ্রেস সরকারী ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িয়েছিল।

এবারও কংগ্রেসে রিপাবলিকানরা একইভাবে সরকারের ব্যয় কমানোর দাবি জানাচ্ছে, আর ডেমোক্রেটরা তাতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

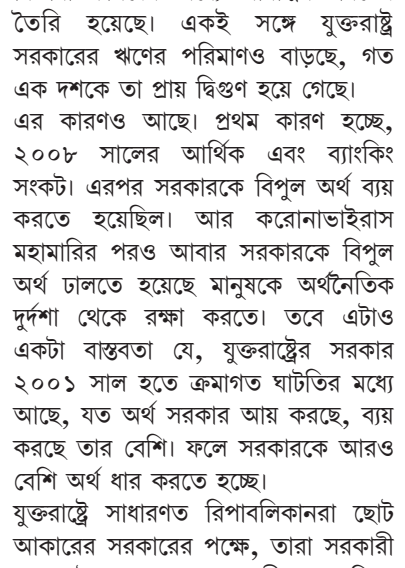

সাময়িকী

যুদ্ধ কোনো বিকল্প নয় ঃ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট

তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজের মেয়াদের সপ্তম বার্ষিকীতে সাই ইংওয়েন বললেন, চীনের সঙ্গে বেড়ে চলা উত্তেজনার মাঝেও তিনি শান্তি বজায় রাখবেন। আগামী বছর তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। চীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মোটেও সুবিধাজনক জায়গায় নেই। এই পরিস্থিতিতে সাই ইংওয়েন শনিবার তাইওয়ানে শান্তি ও স্থিতিশীলতার বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

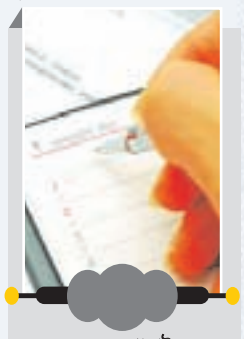

সুমন গোরাই
কলামিস্ট

সপ্তম বছর পূর্তিতে বক্তৃতার সময় প্রেসিডেন্ট বলেন, চীনের বেসামরিক আক্রমণ এবং সামরিক হুমকির মুখেও তাইওয়ানের জনগণ শান্ত রয়েছেন। তারা আক্রমণাত্মক নন, যুক্তিবাদী। তাদের মধ্যে উত্তেজনা নেই। তাইপেইয়ে এই বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি বলেন, যুদ্ধ কোনো বিকল্প নয়। কোনো পক্ষ একতরফাভাবে অশান্তিপূর্ণ উপায়ে স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করতে পারে না। সাই স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাইওয়ান চীনের চাপ বা উসকানির কাছে নতি স্বীকার করবে না। তিনি জানান, তার মেয়াদকালে তাইওয়ানের বাসিন্দারা বিশ্বকে আত্মরক্ষার জন্য তাইওয়ানের সংকল্প বুঝিয়ে দিয়েছে। তার কথায়, যদিও তাইওয়ানকে ঝুঁকি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। তবে তাইওয়ান কোনোভাবেই কারও জন্য ঝুঁকি তৈরি করেনি। বরং আমরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিয়ে দায়িত্বশীল। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশ এবং সম্প্রদায়গুলিকে পাশে নিয়ে যৌথভাবে ঝুঁকি কমানোর কাজ করবে তাইওয়ান। গণতান্ত্রিকভাবে শাসিত দ্বীপটিতে চীন সরকার সামরিক চাপ জোরদার করছে। এটিকে বেইজিং তার নিজস্ব এলাকা বলে দাবি করে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার একটি বিবৃতি অনুসারে, জাপানের হিরোশিমায় একটি শীর্ষ সম্মেলনে জি সেভেন দেশগুলির নেতারা তাইওয়ান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাই বলেন, ''তাইওয়ানের কর্মকর্তারা বর্তমানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে ৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র সহায়তার বিষয়ে আলোচনা করছে। তাদের লক্ষ্য কোভিডের ফলে যে দেরি হয়েছিল, তা মিটমাট করে নেয়া।'' তিনি তাইওয়ানের সাপ্লাই চেইনের বৈশ্বিক তাৎপর্যের উপর জোর দিয়েছেন, যা উন্নত সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের শীর্ষস্থানীয় চিপ প্রযুক্তি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিকে ধরে রাখার অঙ্গীকার করেছেন সাই। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে চীন থেকে আরো আগ্রাসী পদক্ষেপ আসতে পারে ভেবেই নিজেকে প্রস্তুত করছে তাইওয়ান। মেয়াদ সীমার কারণে পুনরায় নির্বাচনের জন্য দাঁড়াতে পারবেন না সাই। নির্বাচনে তাইওয়ানের প্রধান বিরোধী কুওমিনতাং (কেএমটি) দলের প্রতিনিধিত্বকারী নিউ তাইপেই সিটি মেয়র হাউ ইউ ইহ শনিবার বলেন, ''সাইয়ের নেতৃত্বে তাইওয়ানকে শান্তি বা যুদ্ধ কোনো একটা বেছে নিতে হবে।'' তিনি সংলাপ ও বিনিময়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষার অঙ্গীকার করেন। সাই আরো বলেন, ''তাইওয়ানের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির শান্তিবজায় রাখার বিষয়ে একমত হওয়া উচিত। নির্বাচনী লাভের জন্য যুদ্ধের ভয়কে কাজে লাগানোর বিরুদ্ধে সতর্ক করা উচিত।'' তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই, ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টির হয়ে হাউয়ের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

জানা অজানা

ভারতে অবৈধ প্রবেশ, কারাবাস শেষে স্বদেশে ফিরলেন ১০ বাংলাদেশি

অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার পর সেদেশে দুই বছর কারাবাস করে স্বদেশে ফিরেছেন ১০ বাংলাদেশি যুবক।বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে, ১৮ মে দিবাগত রাতে, বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে তারা বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তাদের হস্তান্তর করে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ।ফেরত আসা ব্যক্তিরা হলেন আরিফ মোল্লা (২৩), কোরবান আলী (২৫), পান্নু মোল্লা (২৮), সোলাইমান (২০), শরিফ (২৪), সাইফুল ইসলাম (১৯), ইয়াছিন শেখ (২৫), নজিবুল ইসলাম (২০), সুমন্ত মন্ডল (১৮) ও সোহেল হাওলাদার (২১)। এরা বাংলাদেশের রাজবাড়ি, বগুড়া, নড়াইল, গোপালগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার বাসিন্দা। বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসান হাবিব জানান, ভারত সরকারের দেয়া বিশেষ ট্রাভেল পারমিটে ফেরত আসা ১০ বাংলাদেশির ইমিগ্রেশন আনুষ্ঠানিকতা শেষে, তাদের বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে তারা নিজ উদ্যোগে বাড়ি ফিরে যাবেন। বেসরকারি সংস্থা জাস্টিস এন্ড কেয়ার এর ফিল্ড অফিসার রোকেয়া পারভিন বলেন, ফেরত আসা ব্যক্তিরা ভালো কাজের আশায় ভারতের চেন্নাই গিয়েছিলো। সেখানে বিভিন্ন পেশায় কাজ করার সময় তারা পুলিশের হাতে আটক হন। তিনি আরো বলেন, প্রথমে পুলিশ তাদের জেলহাজতে পাঠায়। পরে, আদালত তাদের দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়। সাজার মেয়াদ শেষে, ত্রিজি নামে একটি এনজিও সংস্থা তাদের ছাড়িয়ে এনে শেল্টার হোমে রাখে। ১৮ মে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তারা দেশে ফিরেছেন।

পাঠকের চিঠি

বন্দে মাতরম আমাদের দেশের মহামন্ত্র

এই পৃথিবীতে কোনো দেশ কে মায়ের আসন দেওয়া হয় নি।কেবল ভারত বর্ষ কেই ভারত মাতা বলা হয়।পাকিস্তান মাতা,বাংলাদেশ মাতা,আমেরিকা মাতা,ইংল্যান্ড মাতা,রাশিয়া মাতা,অস্ট্রেলিয়া মাতা বলা হয় না কিন্তু ভারত মাতা বলা হয়।এই দেশের মনীষীরা বলেছেন,,জননী জন্ম ভুমি শচ স্বর্গাদপি গরিয়সী অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও বড়।এই দেশ কে জগৎ জননীর সাথে তুলনা করা হয়।তাই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার আনন্দ মঠ উপন্যাসে বন্দে মাতরম গীত লিখে দেশ মাতার বন্দনা করেছেন।সুজল্যাং, সুফলং শশ্য শ্যামলং মাতরম,বন্দে মাতরম।আনন্দ মঠে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উল্লেখ করেছেন লেখক।দেশ মাতৃ কার মুক্তির জন্য তারা লড়াই করেছেন।অষ্ট ভুজা মা অর্থাৎ দেশ মা যা ছিলেন।চতুর্ভুজা মা অর্থাৎ দেশ মা যা হয়েছেন।দশ ভুজা দেশ মা অর্থাৎ দেশ মা যা হবেন।দেশ জননী ও জগৎ জননী দুই মিলে এক হয়ে গেছে।জননী ও জন্মভূমির মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।এই আনন্দ মঠ থেকেই বিপ্লবীরা পেয়েছিলো বন্দে মাতরম মহামন্ত্র।যে মন্ত্র নিয়ে হাজার হাজার দেশ প্রেমিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন ও হাঁসতে হাঁসতে প্রাণ দিয়েছেন।ইংরেজ রাজত্বে বন্দে মাতরম বলার উপায় ছিলো না।বললেই হয় জেল না হয় গুলি।কিন্তু তবু ভারত বাসীর মুখ থেকে বন্দে মাতরম মহামন্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারে নি।কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় এই স্বাধীন ভারতে বন্দে মাতরম রাষ্ট্রীয় গান হওয়া সত্যেও কিছু লোক বন্দে মাতরমের বিরোধ করেন।বন্দে মাতরম বলতে চায় না,গাইতে চায় না।আমি তাদের হতভাগা বলি।বন্দে মাতরম কোনো ধর্ম বিশেষের মহামন্ত্র নয়,বন্দে মাতরম দেশ মাতৃ কার চরণ বন্দনার মহামন্ত্র।তাই এই বন্দে মাতরম বলতে যাদের কষ্ট হয় তাদের এই দেশ থেকে চলে যাওয়াই ভালো।দেশ কে যারা মা বলে ডাকতে পারবে না,ভারত মাতা কি জয় বলতে পারবে না সেই সব হতভাগাদের এই ভারত বর্ষে থাকার কোনো অধিকার নেই।.

সুনিল কুমার, জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

পড়ায় পিছিয়ে পড়ছে জার্মান বাচ্চারা

বার্লিন ঃ ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে জার্মানির বাচ্চারা। পড়ায় দক্ষতার ক্ষেত্রে।

ফোর্থ গ্রেডের শেষে(জার্মান বাচ্চাদের গড় বয়স তখন ১০ বছর) জার্মান বাচ্চারা অন্য ইউরোপীয় বাচ্চার তুলনায় পড়ার ক্ষেত্রে সমানে পিছিয়ে পড়েছে। গত ২০ বছর ধরে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। ২০২১ সালের পিআইআরএলএস আন্তর্জাতিক সমীক্ষা বলছে, ২৫ শতাংশ জার্মানবাচ্চা পড়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। এর ফলে তারা পরে অ্যাকাডেমিক চ্যালেঞ্জ কী করে পুরো করবে সেটা চিন্তার বিষয়। জার্মানির শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। জার্মানির বাচ্চাদের পড়ার ক্ষেত্রে স্কোর হলো ৫২৯। ২০০১ সালে ছিল ৫৩৯। ২০১৬ সালে ছিল ৫৩৭। এর তুলনায় সিঙ্গাপুরের গড় হলো ৫৮৭, হংকংয়ের ৫৭৩। ফিনল্যান্ডের বাচ্চাদের স্কোর ৫৪৯, সুইডেনের ৫৪৪। ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বেলজিয়ামের। সেখানকার বাচ্চাদের স্কোর ৪৯৪। সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাকএলভ্যানি বলেছেন, কোভিডের কারণে বাচ্চারা যখন বাড়িতে পড়েছে, তার কিছুটা প্রভাব বাচ্চাদের পড়ার উপর পড়েছে। কিন্তু ২০০৬ থেকে এই বিষয়ে রেখচিত্র নিচের দিকে যাচ্ছে।

তার মতে, এখন জার্মানির স্কুলে আগের থেকে অনেক বেশি বাচ্চা আছে, যারা বাড়িতেও জার্মান ভাষায় কথা বলে না। এটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ইউরকোপের কিছু দেশে অবশ্য অভিবাসীদের সংখ্যা জার্মানির তুলনায় বেশি। সেখানে বহুভাষিক সংস্কৃতি দ্রুত বাড়ছে। নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম এর উদাহরণ। সেখানেও বাচ্চাদের পড়ার ক্ষমতা কমছে।

শিক্ষামন্ত্রীসহ জার্মান রাজনীতিবিদরা এই রিপোর্টে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। তারা মনে করছেন, জার্মানিতে শিক্ষানীতি বদল করা দরকার।

নগাঁও এবং লক্ষিমপুর জেলায় পৃথকভাবে জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত অব্যাহত সিআইডির

উচিত তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তির শাস্তির দাবিতে মাতৃর আজাহার, বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিবাদ, চারজন পুলিশকর্তাকে রিজার্ভ ক্লোজড

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত ১৫ মে গভীর রাতে দুর্ঘটনা কিংবা রহস্যজনক কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন এসআই জোনমণি রাভা। এই মৃত্যুর ক্ষেত্রে রহস্য অধিক ঘনীভূত হওয়ার ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এর তদন্তের জন্য সিআইডিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার চারদিন পরেও এর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি সিআইডি। প্রতিদিন যেন এই মৃত্যুর রহস্যের পট পরিবর্তন ঘটছে। তারই সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে নতুন নতুন তথ্য। তবে ঘটনা আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে। গুয়াহাটি মহানগরের সিআইডি কার্যালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের জেরা করার পাশাপাশি নগাঁও এবং লক্ষিমপুর জেলায় পৃথক পৃথক ভাবে জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত অব্যাহত রেখেছে তদন্তকারী সংস্থাটি। একই সঙ্গে জেরা চলছে দুটি জেলার পুলিশ শীর্ষকর্তাদের। অর্থাৎ এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের স্বার্থে এক প্রকারে তুলকালাম লাগিয়ে দিয়েছে সিআইডি।

নগাঁও এবং লক্ষিমপুর জেলার জখলাবন্দা থানার দুটি মামলা, নগাঁও সদর থানা এবং উত্তর লক্ষিমপুর সদর থানার একটি করে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে চারজন পুলিশকর্তাকে রিজার্ভ ক্লোজড করা হয়েছে। নগাঁও অপরাধ শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপজোতি কলিতা, নগাঁও সদর থানার ওসি মনোজ রাজবংশী, উত্তর লক্ষিমপুর সদর থানার ওসি ভাস্কর কলিতা এবং লক্ষিমপুর জেলার নাওবৈসা থানার আইসি সঞ্জীব বরার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া অডিও ক্লিপ তদন্তের জন্য আইজিপি প্রশান্ত কুমার ভূঁইয়াকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সঙ্গে লক্ষিমপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুনা নেওগ এবং হাসিনা বেগমের মধ্যে হওয়া টেলিফোনিক কথোপকথন সংক্রান্তে তদন্ত করবেন।

ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রণব দাসকে গতকাল থেকে জেরা করার পর শুক্রবার ভোরে কন্টেনার ট্রাকের চালক সুমিত কুমার পালকে গুয়াহাটি মহানগরের সিআইডি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সিআইডির ডিএসপি পর্যায়ের অফিসার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এমনকি তার সঙ্গে থাকা ভাইকেও জেরা করা হয়েছে। উল্লেখ্য অসম থেকে চা পাতা নিয়ে হায়দ্রাবাদ এবং আমেদাবাদ যাওয়ার সময় সেদিনের দুর্ঘটনায় জড়িয়ে গেছেন এই ট্রাক চালক। ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এই ট্রাক চালক। ট্রাকচালক সুমিত কুমার পাল সহ মোট ৬ জন ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী প্রণব দাসকে গাড়ির চালককে সনাক্ত করতে বলা হয়। তবে তিনি সঠিক সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশেষে এই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে আইজি পর্যায়ের অফিসারের নেতৃত্বে ঘটনাস্থল জখলাবন্দা সরুভগীয়ায় এসে পৌঁছায় সিআইডির একটি দল। সেখানে দুর্ঘটনা রাতের পরিস্থিতি পুনর সৃষ্টি করার প্রয়াস করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী প্রণব দাস এবং গাড়ির চালক সুমিত কুমার পাল বিস্তারিতভাবে সিআইডিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য প্রদান করেছেন। সিআইডির দলটি মিটার দড়ি নিয়ে সম্পূর্ণ স্থানের নকশা তৈরি করার পাশাপাশি জোক মাপ করেছে। তবে সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে প্রণব দাস আগে দেওয়া বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করলেও গাড়ির চালক এক্ষেত্রে নীরব ছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো ধরনেরমত বিনিময় করেননি সুমিত কুমার পাল।

সিআইডির একটি দল এদিনও নগাঁও জেলার বিভিন্ন পুলিশ কর্তাদের জেরা অব্যাহত রেখেছে। হয়বরগাঁও থানার ওসি আভা জ্যোতি রাভাকে গতকাল প্রায় ১২ ঘন্টা ধরে জেরা করে তাকে যেতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদিন ফের একবার আভা জ্যোতি রাভাকে জেরা করেছে সিআইডি। তাছাড়া নগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মনোজ রাজবংশীকেও আজ ফের জেরা করা হয়েছে। একই সঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপজোতি কলিতাকে এদিন ফের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিআইডির কর্তারা। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক মাধ্যমে যেই পুলিশের বিস্ফোরক অডিও কিংবা কথোপকথন ভাইরাল হয়ে গেছিল তার পরিচয় পাওয়া গেছে। থানার গাড়ির চালক হিসেবে কর্মরত কনস্টেবল অনিল ভূঁইয়াকেও জেরা করেছে সিআইডি। অতি শীঘ্র নগাঁও জেলার পুলিশ সুপার লীনা দলৈকেও জেরার জন্য ডেকে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে। লক্ষিমপুরে সিআইডির একটি দল পৃথকভাবে তদন্ত অভ্রান্ত রেখেছে। সেই জেলার বিতর্কিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুনা নেওগকে সিআইডি শীঘ্র ডেকে পাঠাবে বলে এক সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর এসআই জোনমণি রাভাকে শারীরিক পরীক্ষা করা দুইজন ডাক্তার গোপাল চন্দ্র রায় এবং জোনাই হককেও জেরা করার প্রস্তুতি নিয়েছে সিআইডি।

এদিকে এসআই জোনমণি রাভার মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেদনে মৃত্যুর সময় উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া মরণোত্তর পরীক্ষার ভিডিও গ্রাফি না করার ফলে এক্ষেত্রেও বিভিন্ন মহলে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরীক্ষার প্রতিবেদনে মূলত মাথায় বুকে চোট লাগার কথা বলার পাশাপাশি রক্তক্ষরণ এবং হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে জোনমণি রাভার মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে ভুক্তভোগী এই মহিলা পুলিশ অফিসারের মা এবং পরিবারের সদস্যরা তাদের বিনা অনুমতিতে মরণোত্তর পরীক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। খুব ব্যস্ততার মধ্যে কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রের ফলে দ্রুতভাবে এই পরীক্ষা করানো হয়েছে বলে আশঙ্কা করছে সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের পাশাপাশি বিভিন্ন দল সংগঠন। মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এবং মরণোত্তর পরীক্ষার কোনো ধরনের ভিডিওগ্রাফি না করার ফলে এবার ভবিষ্যতে এই বিষয়ে অনুসন্ধানে সিআইডির নানা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পরিবারের কয়েকজন সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে এসআই জোনমণি রাভার মাতৃ এদিন সকালে জখলাবন্দা সদর থানা উপস্থিত হয়ে এজাহার দাখিল করেছেন। মূলত এই মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের জন্য সঠিক তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি উত্থাপন করে এই এজাহার দাখিল করা হয়েছে। সেদিন রাতে জোনমণির সরকারি বাসভবন থেকে পুলিশ সুপার লীনা দলৈর নেতৃত্বে পুলিশের দলটি যে টাকাগুলো সঙ্গে নিয়ে গেছিলো সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মাতৃ দাবি জানিয়েছেন। জখলাবন্দা সদর থানায় এজাহার দাখিল করার পর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জোনমণির মাতৃ দুর্ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়ে সেখানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। অত্যন্ত শোকাকোল ভাবে কান্নাকাটি করে জোনমণির মাতৃ মেয়ে হারিয়ে যাওয়া সেই স্থানটি দেখে অত্যাধিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সন্ধ্যায় মেয়ের সরকারি বাসভবনেও পৌঁছান তিনি। সেখানেও একই পরিস্থিতি দেখা গেছে। উপস্থিত অন্যান্য মহিলা পুলিশ অফিসাররা মাতৃকে জড়িয়ে ধরে সান্তনা দেবার প্রচেষ্টা করেছেন।

এসআই জোনমণি রাভার অকাল মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে এই সন্দেহ ব্যক্ত করে ব্যাপক আন্দোলন মুখর হয়ে উঠেছে বিভিন্ন দল সংগঠন। নিখিল রাভা ছাত্র সংস্থা, মহিলা রাভা সংস্থা সহ মোট তিনটি রাভা সংগঠন শুক্রবার বকোতে ব্যাপক প্রতিবাদী আন্দোলন এবং মিছিল আযোজন করেছিল। মূলত জোনমণি রাভার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবিতে হাতে হাতে প্লেকার্ড নিয়ে স্লোগান দিয়ে মিছিলের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এই তিনটি রাভা সংগঠন। একইভাবে নগাঁও জেলায়ও বিভিন্ন দল সংগঠন এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে জেলা শাসককে স্মারক পত্র প্রদান করেছে। আম আদমি পার্টির অসম রাজ্য কমিটি সচিবালয়ে সামনে প্রতিবাদ প্রদর্শন করার পাশাপাশি ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান। তিনি বলেছেন এই রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাকে গুরুত্বহীন করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। সিআইডির তদন্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সহমত নেই। কারণ সিআইডি অসম পুলিশের একটি বিভাগ। ফল এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সভাপতি ভূপেন বরা।

৩০ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বিজেপির মহা জন সম্পর্ক অভিযান

রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের গুরুত্বপূর্ণ সভা সম্পন্ন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন, কর্ণাটক নির্বাচনে দলের ভরাডুবি এবং অসাম প্রদেশ কমিটির একাংশ দলীয় নেতাদের মধ্যে থাকা অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ নির্মূল করার স্বার্থে আলোচনার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের গুরুত্বপূর্ণ সভা সম্পন্ন করা হয়। আগামী ৩০ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বিজেপির মহা জন সম্পর্ক অভিযানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন দলীয় পদাধিকারীদের সভায় দলের অনাগত কার্যসূচি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্য বিজেপি আগন্তুক যোগ দিবস এবং কালা দিবস বুথ পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অর্থাৎ বুথ পর্যায়ে এই দিবস গুলো পালন করা হবে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী ৩০ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে এক মাস ব্যাপী বিজেপির মহা জন সম্পর্ক অভিযান গ্রহণ করা হবে বলে জানালেন সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন এই অভিযানে প্রতিটি লোকসভা, বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে বুথ তথা মণ্ডল পর্যায়ে চলবে। দলের প্রতি জন মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, রাজ্য এবং জেলা পদাধিকারীরা এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা।

শুক্রবার মহানগরের বশিষ্ট স্থিত বিজেপির অসম প্রদেশের মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে পদাধিকারীদের সভার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলীয় সভাপতি ভবেশ কলিতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হওয়া রাজ্য পদাধিকারীদের আলোচনা সভায় বিজেপির সর্বভারতীয় উপ সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মার সঙ্গে দলীয় সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক, উপসভাপতি, মুখ্য মুখপাত্র, কার্যালয় সম্পাদক এবং বিভিন্ন মোর্চার সভাপতিরা অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য এই সবার পরে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দলের ৩৯ টি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি এবং জেলা প্রভারীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল দলের কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক দিকের উপর নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন।

আরপিও সংশোধনে লাভক্ষতির খতিয়ান

ঢাকা ঃ জাতীয় নির্বাচনে ফল ঘোষণার পরেও যদি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তবে তদন্ত করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে নির্বাচন কমিশন সেই প্রশ্নবিদ্ধ কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল বা স্থগিত করতে পারবে। কিন্তু পুরো একটি আসনের ভোট বাতিল করতে পারবে না। গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর কমিশন সে বিষয়ে আর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। অবশ্য বর্তমানেও গেজেট প্রকাশের পরে সেই সুযোগ নেই। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) সংশোধনীতে এই বিধান রাখা হয়েছে। নতুন এই সংশোধনীতে কি নির্বাচন কমিশনের লাভ হয়েছে? সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ''নির্বাচন কমিশনের অজ্ঞতার কারণেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন অনেক বেশি শক্তিশালী। তাদের এই সংশোধনীর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ২০০০ সালে আপিল বিভাগের এক রায়ে তাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে আপিল বিভাগের রায় মানতে সবাই বাধ্য। নির্বাচন কমিশন যখন এই প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন আমি বলেছিলাম মন্ত্রিসভা তাদের এই ক্ষমতা নাও দিতে পারে। এটার কোনো প্রয়োজন নেই। মন্ত্রিসভায় যেটা পাস হলো সেটা রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই আমার মনে হয়।'' তবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মো. জাহাংগীর আলম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''এই সংশোধনীর ফলে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আরপিওর ৯১(ক)এ উপধারা সংযুক্ত করে বলা হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত ও আইনানুগভাবে নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, তাহলে তা যে কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রসমূহের নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে ভোটগ্রহণসহ নির্বাচনি কার্যক্রম নির্বাচন কমিশন বাতিল করতে পারবে। এমনকি প্রশ্নবিদ্ধ ফলাফল তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পেলে কমিশন ফলাফল বাতিল বা স্থগিত করতে পারবে।''

গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনের মন্ত্রিসভার কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আরপিও সংশোধনীর চূড়ান্ত

অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন বলেন, নির্বাচনের যে কোনো মুহূর্তে পেশিশক্তি বা অন্য যে কোনো কারণে এক বা একাধিক কেন্দ্রের ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। এক বা একাধিক কেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফল বাতিল করতে পারবে। জাতীয় নির্বাচনে ফলাফল বাতিল বা স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে যে কেন্দ্র নিয়ে অভিযোগ প্রমাণিত হবে, শুধু সেই কেন্দ্রের ফল স্থগিত বা বাতিল করার বিধান রাখা হয়েছে। তবে ইসি পুরো সংসদীয় আসনের ফল স্থগিত বা বতিল করতে পারবে না।

আরপিওর বিদ্যমান ৯১(ক) ধারায় নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনের যেকোনো পর্যায়ে কোনো ভোটকেন্দ্রে বা ক্ষেত্রমতে সম্পূর্ণ নির্বাচনি এলাকায় ভোটগ্রহণসহ নির্বাচনি কার্যক্রম বন্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। সাম্প্রতিককালে গাইবান্ধা৫ আসনের উপনির্বাচনে নির্বাচন কমিশন এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ওই নির্বাচন বাতিল এবং পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। নতুন এই সংশোধনীতে নির্বাচন কমিশনের ওই ক্ষমতা খর্ব হবে না বলেই মনে করেন কমিশন সচিব মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। সাবেক সচিব ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার ড. মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ''মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করার বিধান বর্তমান আরপিও তে আছে তা নতুন করে কেন এলো বুঝলাম না। ঋণ পরিশোধের বিষয়ে আগে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার ৭দিন আগে পরিশোধের বিধান সব লোনের ক্ষেত্রেই ছিল। তা পরিবর্তন করে জমা দানের দিন পর্যন্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু এক ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে তা যেকোনো কারণে বাদ পড়ে যায়। এটা সমতা আনার জন্যই সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি ভোট গ্রহণের জন্য নির্বাচনি সিডিউল চলাকালীন সময় হতে ভোট চলাকালীন সময় পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে নির্বাচন স্থগিত, বাতিল করার বিধান আরপিওতে আগে থেকেই আছে। ৯১(ক) তে বিশেষ ক্ষমতাও প্রদান করা আছে। তবে তা ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত। তাই গাইবান্ধা৫ আসনের মতো নির্বাচন বন্ধ করার ক্ষমতা ইসি এর অক্ষুন্ন আছে।'' শুধু একটি ধারা সংশোধনে কী লাভ হলো? ড. ইসলাম বলেন, ''এখানে একটি ধারার সঙ্গে আরেকটি ধারা যুক্ত। তবে এই সংশোধনীতে ইসির কিছু ক্ষমতায়ন অবশ্যই হবে। ফলাফল ঘোষণার ও তা কমিশনে আসার পর ৩৯ ধারা মতে, কমিশনকে অবশ্যই ফলাফল গেজেট করতে হবে। কমিশনের কিছুই করার ছিল না। অভিযোগ ও তার নিস্পত্তির বিষয়গুলো নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের হাইকোর্টের নিকট ন্যাস্ত। তবে ৩৯ ধারা সহ সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোতে তার প্রতিফলন না ঘটলে এর প্রয়োগে আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। ফলাফল প্রাপ্তির পর গেজেট করতেই হবে, গেজেট হলেই নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারধীন হয়ে যাবে।'' তবে বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখা করেছেন সিনিয়র আইনজীবী শাহদীন মালিক। তিনি বলেন, ''সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে বলা আছে, নির্বাচন কমিশনের কাজে সাহায্য করা নির্বাহী বিভাগের কর্তব্য। এখন প্রশ্ন হলো, নির্বাচন কমিশন আইনের কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে। সেখানে কিছু পাস হলো, আর কিছু হলো না। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিসভায় যেভাবে আলোচনা হলো, সেই আলোচনা হওয়াটা কতটা যৌক্তিক বা আইনসিদ্ধ। মন্ত্রিসভার উচিত ছিল, তাদের প্রস্তাবটা সংসদে পাঠানো। আইন তো সংসদে পাশ হবে। সেখানেই এই আলোচনা হতে পারতো। কারণ, মন্ত্রিসভা তো নির্বাহী বিভাগ। তারা নির্বাচন কমিশনের চাহিদা যাচাইবাছাই বা কাটছাঁট করতে পারে কিনা। তবে যতটুকু পাস হয়েছে তাতে খুব বেশি কিছু যায় আসে না। নির্বাচন কমিশনের হাতে যে ক্ষমতা আছে সেটা প্রয়োগ করলেই তারা অনেক কিছু করতে পারে।'' বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেনও বলেছেন, আইনটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হলেও সেটি নিয়ে সংসদে উন্মুক্ত আলোচনা হবে। সংসদ সদস্যরা যেভাবে মনে করবেন সেভাবেই হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের এটাই তো বড় সৌন্দর্য। সরকারী দল নিজেদের স্বার্থে আরপিও সংশোধনী করেছে বলে মনে করেন বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। তিনি বলেন, ''এই নির্বাচন কমিশন সরকারি দলের আজ্ঞাবহ। তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তারা কী করছে তা নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। এই সরকার বা নির্বাচন কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে বিএনপি যাবে না। ফলে নির্দলীয় যদি কোনো সরকার আসে তখন এসব আইনও টিকবে না। তখন জনগণের স্বার্থে আইন হবে। গ্রহণযোগ্য ভোটের স্বার্থে আইন হবে।''

আর্থিক অনটনে ধুঁকছে যেসব খেলা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ গুলিস্তানের ক্রীড়া কমপ্লেক্সে গেলে যে কারো মনে হতে পারে ইলেকট্রনিক্স পণ্যের বড়সড় কোনো বাজার দেখছেন। অথচ সেটা দেশের খেলাধুলার 'হাব'। একই জায়গায় সন্ধ্যায় গেলে মনে হবে ভবঘুরেদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র।

পুঁতিগন্ধময় স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই অবস্থা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের। স্টেডিয়ামের এই বাহ্যিক চিত্র দেশের ক্রীড়াঙ্গনেও প্রভাব ফেলে। ছোট ছোট একদুই কক্ষের অফিস নিয়ে একেকটি ফেডারেশন, যাদের অনেকের খেলার নিজস্ব মাঠ নেই। অন্যের মাঠ ধার নিয়ে বছরে একবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক আসরে খেলার সুযোগ পেলে সরকারি অনুদানে এক বা দুই মাসের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে তাতে অংশগ্রহণ করতে হয়। ঢাকার কয়েকটি ক্রীড়া ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে আর্থিক সংকটে বিপর্যস্ত অবস্থার কথাই জানা গেছে। 'জাদুর শহর' ঢাকার ক্রীড়াঙ্গন বলতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম আর মাওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে কিছু চেয়ার টেবিল সর্বস্ব একদুই কক্ষের ছোট্ট অফিস। বিশ্বের যেকোনো দেশ সম্পর্ক এখন মুহূর্তেই জানা যায় সার্চ ইঞ্জিনের সহায়তায়। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন সম্পর্কে সার্চ ইঞ্জিনে ঢুঁ দিলে প্রতি ক্লিকেই থাকবে ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের কথা। সেখানে বাংলাদেশের ক্রীড়াদূত সাকিব আল হাসান, মুস্তাফিজুর রহমানরা।

অথচ বাংলাদেশে ৫২টি ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। বেশিরভাগ খেলাকে নিজস্ব মাঠ বা প্রশিক্ষণের সুযোগসুবিধা দিতে পারেনি রাষ্ট্র। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর না আছে আর্থিক সক্ষমতা, না আছে দক্ষ সংগঠক, প্রশিক্ষক।

ফেডারেশনের কর্মকর্তারা মনে করেন, যুগের পর যুগ ধরে তাদের যে ব্যর্থতার গল্প, তার পেছনে রয়েছে আর্থিক অস্বচ্ছলতা। এ কারণে বছরের পর বছর কাজ করেও দীর্ঘমেয়াদে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন না তারা।

কেন এই অনটন তার খোঁজ করতে গেলে বেরিয়ে আসে সরকারের অপ্রতুল অনুদান, পৃষ্ঠোপোষকতায় অনাগ্রহ, খেলোয়াড়দের কর্মসংস্থান না থাকার মতো বিষয়গুলো।

তবে বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। সংগঠকরা নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে খেলা চালান এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন অনেকটা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতোই।

অ্যাথলেটিক্স বিশ্বের বড় খেলাগুলোর একটি হলেও বাংলাদেশে নয়। এই খেলায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করায় বড্ড অনিহা। কালেভদ্রে স্পন্সর পাওয়া গেলেও তা খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু জানান, পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা দিতে রাজি থাকে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান। অথচ একটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ করতেই খরচ হয় ১৮ থেকে ২০ লাখ টাকা। অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের বার্ষিক আয় এক কোটি টাকার মতো। সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু বলেন, ''আমরা ফেডারেশনের খরচ বাবদ ১৯ লাখ টাকা পাই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)'র কাছ থেকে। উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রস্তাবনা দেওয়া হলে প্রশিক্ষণ, বিদেশের খেলায় অংশগ্রহণে বছরে আরও ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা দেয় এনএসসি। এই টাকা দিয়ে অ্যাথলেটিক্স চালানো যায় না। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন থেকেও বছরে ৪০ থেকে ৫০ হাজার ডলার পাওয়া যায়। এই টাকা দিয়ে অ্যাথলেটিক্সের কার্যক্রম চলে। খেলার থেকেও বেশি বাজেট লাগে প্রশিক্ষণে, বিদেশি কোচ নিয়োগ দিতে। স্পন্সর না থাকায় সবকিছু ছোট পরিসরে করতে হয়। এছাড়া আমাদেরকে সাশ্রয়ও করতে হয় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। কিছু অর্থ বাঁচিয়ে দুই কোটি টাকার মতো ফান্ড রেখেছি। কারণ, অস্বচ্ছল অ্যাথলেটদের আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।''

মন্টু দাবি করেন, প্রতিটি টাকার হিসেব রাখতে হয়। সরকারি টাকার হিসাব সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হয়। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন তাদের হিসেব বুঝে নেয় নিজস্ব অডিট প্রক্রিয়ায়। তিনি বলেন, ''আমরা আয়ব্যয়ের হিসাব কমিটিতে উপস্থাপন করি। এজিএমএ উপস্থাপন করি। ক্রীড়া পরিষদ থেকে যে টাকা দেওয়া হয় তা থেকে ট্যাক্স এবং ভ্যাট ১৫ শতাংশ কেটে রাখে। তারাও হিসেব নেয়। আন্তর্জাতিক ফেডারেশনকে আমরা কার্যক্রমের প্রস্তাবনা দিলে সে আনুযায়ী অনুদান দেয় এবং সেগুলো মনিটরিং করে।''সে তুলনায় সাঁতার ফেডারেশনের অবস্থা বেশ ভালো। পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে। সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোল্লা বদরুল সাইফ বলেন, ''জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে বছরে ২০ থেকে ২২ লাখ টাকা আসে। আমরা স্পন্সর থেকে বাকি টাকা জোগাড় করি। আমাদের বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়তে হয়। রাষ্ট্রীয় যে কাঠামো সেভাবে আমাদের চলা সম্ভব না। কয়েকটি ভালো মানের স্পন্সর থাকায় সাঁতারের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারি। আমরা যখন ক্যাম্প করি তখন অনেক টাকা লাগে। বছরে আমাদের বিদ্যুৎ বিলই আসে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা। ক্যাম্প চললে ৩ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। যেমন আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছি 'সেরা সাঁতারুর খোঁজে বাংলাদেশ।' এজন্য তিন বছরে ১৪ কোটি টাকা লেগেছে। আমি বলবো অন্য ফেডারেশনের থেকে অনেক ভালো আছি।''

পৃষ্ঠপোষকতা থাকার পরও ক্যাম্পের খেলোয়াড়দের হাত খরচ দেওয়া হয় সপ্তাহে ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। এর বেশি দেওয়া সম্ভব হয় নয় বলে জানান সাইফ। সাঁতার ফেডারেশনে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় আয়ব্যয়ের হিসাব অডিট করা হয় বলে দাবি এই কর্মকর্তার। বিশেষ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি হওয়ায় তাদের দিক থেকেও অডিট হয়।

দলগত খেলা হ্যান্ডবলের খরচ বেশি হলেও বছরের বাজেট দুই কোটি টাকা রাখতে হয়, যার সিংহভাগ আসে স্পন্সর থেকে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে প্রাপ্ত ১৭ থেকে ১৮ লাখ টাকা দিয়ে অফিসের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না বলে দাবি বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুরের। তিনি বলেন, ''এনএসসি ছাড়াও মন্ত্রণালয় থেকে কিছু বরাদ্দ আসে। সে টাকা ছাড় করাতে অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়। অনেক সময় পাওয়া যায় না। সব মিলিয়ে সরকারি অনুদান ৩০ লাখ টাকার মতো। যেখানে প্রতি মাসে স্টাফদের বেতনভাতা দিতে হয় দুই লাখ টাকার বেশি, সেখানে এই টাকায় কিছুই হয় না। আমরা স্পন্সর থেকে যে টাকা পাই সেগুলো দিয়ে কোনোরকমে খেলা চালাই। আমি যদি ফেডারেশনকে ভালোভাবে চালাতে চাই, তাহলে অনেক টাকা লাগবে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় তা সম্ভব নয়। সরকার থেকে আমাদের প্রশিক্ষণের খরচ এবং আবাসন খরচ দিলে হ্যান্ডবল উন্নতি করবে। যদিও সবগুলো ফেডারেশনকে টাকা দিতে পারবে না সরকার। সেটা করতে হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খেলা বাছাই করতে হবে।''

টেনিস বিশ্বে দামি এবং জনপ্রিয় খেলা হলেও বাংলাদেশে এ খেলার বিশেষ কদর নেই। কারণ, আন্তর্জাতিক সাফল্য নেই বললে চলে। অথচ এই ফেডারেশনের দারুণ কিছু কোর্ট রয়েছে দেশজুড়ে। ঢাকার রমনা টেনিস কমপ্লেক্স মূল্যবান সম্পদ হলেও এর সুবিধা নিতে পারছে না ফেডারেশন। স্থায়ী আয়ের পথ না থাকায় কর্মকর্তাদের কেউ কেউ নিজেদের গাঁটের টাকা খরচ করে খেলা চালান। বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এস এম হায়দারের দাবি, বিগত সময়ে আয়ব্যয়ের কোনো হিসেব উপস্থাপন কারা হতো না। সম্প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অডিট করে তা সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং নির্বাহী কমিটিতে উস্থাপন করা হয়। তার দাবি, ''আমরা স্পন্সর থেকে টাকা বাঁচিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালাচ্ছি। বিদেশি কোচ নিয়োগ দিয়েছি। এনএসসিকে অনুরোধ করেছি টেনিসের আয়ের জন্য স্থায়ী একটা অবকাঠামো করে দেওয়ার জন্য, যেহেতু আমাদের একটা বড় জায়গা রয়েছে। আমাদের কিছু টুর্নামেন্টে আন্তর্জাতিক সাফল্য পেলে স্পন্সর পাওয়া সহজ হবে। এখন আমাদের খরচ আকাশছোঁয়া। কারণ, দল বিদেশে খেলতে যাচ্ছে। দেশে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হচ্ছে। এই টাকা কোথায় পাবো জানি না। আমার ব্যবসায়ী বন্ধুদের কাছ থেকে স্পন্সর নিয়েছি। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় (শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ফেডারেশনের সভাপতি) কিছু স্পন্সর আনছেন। এভাবে আমরা চালিয়ে নিচ্ছি।'' অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, টেনিস বা হকি স্পন্সর থেকে আয় করে খেলা চালাতে পারলেও কুস্তি, বক্সিং, জুডো, কারাতে, শরীর গঠন, রাগবি, বাস্কেটবল, উশুর মতো 'ভাসমান' ফেডারেশনগুলোর কার্যক্রম চলে নামে মাত্র। কুস্তি ফেডারেশনের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন আজাদের বক্তব্য হলো, ''সরকারি অনুদান পাই বছরে ৫ লাখ টাকা, যা দিয়ে অফিস খরচ বহন করা হয়। খেলা চালাই কিছু স্পন্সর এনে। শুধু বছরে একটা দুটা ইভেন্ট করা যায়, এর বেশি কিছু করার সুযোগ থাকে না। কারণ, স্পন্সরদের কাছেও আমাদের গুরুত্ব কম। ভেন্যু নেই, থাকার জায়গা নেই। অন্যের জায়গায় ইভেন্ট করতে হয়। শুধু রেসলিং না, আমাদের মতো যে সকল ফেডারেশন আছে সবগুলো একই রকম। আমরা কোনোরকমে আছি। স্পন্সর হলে খেলা চলে। না পেলে চলে না।'' এত শূন্যতার মাঝেও আশার আলো ছড়ায় কিছু কিছু খেলা। আর্চারি, স্যুটিং তার অন্যতম। দক্ষিণ এশিয়া এবং কমনওয়েলথ গেমস থেকে মাঝে মধ্যে পদক উপহার দেয় দেশকে। এই জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে প্রতিটি ফেডারেশন চায় বিকেএসপিতে তাদের খেলাটি অন্তর্ভুক্ত করতে।

দিল্লিকে উড়িয়ে দিয়ে প্লেঅফে ধোনির চেন্নাই

কলকাতা ঃ জিতলে প্লেঅফ নিশ্চিত, সম্ভাবনা থাকবে শীর্ষে দুইয়ে থাকার। তবে হেরে গেলে প্লেঅফে না থাকার শঙ্কাও ছিল চেন্নাই সুপার কিংসের। এমন সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চেন্নাই দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে জিতল হেসেখেলেই। ডেভিড ওয়ার্নারের দিল্লিকে তারা হারিয়েছে ৭৭ রানে। এই জয়ে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে প্লেঅফ নিশ্চিত করেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই। সঙ্গে বড় ব্যবধানের জয়ে শীর্ষ দুইয়ে থাকার সম্ভাবনাও বেড়েছে চেন্নাইয়ের। আইপিএলে ১৪ আসরে খেলা চেন্নাই ১২তমবারের মতো প্লেঅফে উঠল।

দিল্লিতে টসে জিতে আগে ব্যাটিং করতে নেমে দুই ওপেনার রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও ডেভন কনওয়ের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে চেন্নাই তুলল ২২৩ রান। জবাবে ওয়ার্নারের দল থেমেছে ১৪৬ রানে। এই মৌসুমে এটি দিল্লির নবম হার।

দিল্লির এই ম্যাচ থেকে পাওয়ার কিছুই ছিল না। সবার আগেই টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়েছে তারা। তবে চেন্নাইকে হারিয়ে লক্ষ্ণৌ, বেঙ্গালুরু, মুম্বাইয়ের প্লেঅফের সমীকরণটা একটু সহজ করে দিতে পারত তারা।

দিল্লি ২২৪ রান তাড়া করতে পারবে, এটা একবারও মনে হয়নি ওদের ব্যাটিংয়ের সময়। তাড়া করতে নেমে এদিন শুরুতেই উইকেট হারায় দিল্লি। দুঃস্বপ্নের এক আইপিএল মৌসুম বাজেভাবেই শেষ করছেন পৃথ্বী শ। আজ করেছেন মাত্র ৫ রান। ফিল সল্ট ও রাইলি রুশোও রান পাননি। এক ওভারেই দুজনকেই ফিরিয়েছেন দীপক চাহার। যশ ঢুল ও অক্ষর প্যাটেলও ক্রিজে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। তবে এক প্রান্তে লড়াই চালিয়ে যান অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। শেষ পর্যন্ত খেলেছেন ৫৮ বলে ৮৬ রানের ইনিংস। তবে তাতে শুধু দিল্লির হারের ব্যবধানটাই কমেছে। চেন্নাইয়ের হয়ে ২২ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন চাহার।

এর আগে চেন্নাইকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন দুই ওপেনার রুতুরাজ ও কনওয়ে। দুজনে মিলে গড়েন ১৪১ রানের জুটি। এই মৌসুমে এটি চতুর্থ সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি। আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৪টি শতরানের জুটির মালিক এখন রুতুরাজ ও কনওয়ে।

রুতুরাজ ও কনওয়ে দুজনেরই সেঞ্চুরি করার সুযোগ ছিল। তবে সেঞ্চুরি পাননি কেউই। ৩ চার ও ৪ ছক্কায় ৫০ বলে ৭৯ রান করে চেতন সাকারিয়ার বলে আউট হন রুতুরাজ। তাতে অবশ্য চেন্নাইয়ের রানের গতি কমেনি।

তিন নম্বরে ক্রিজে আসা শিবম দুবেকে নিয়ে চেন্নাইকে বড় স্কোরের পথেই রাখেন কনওয়ে। ৫২ বলে ৮৭ রান করে আউট হন কনওয়ে। দুবে করেন ৯ বলে ২২ রান। চেন্নাই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি আজ ক্রিজে আসেন নম্বর চারে। যদিও খুব বেশি বল খেলার সুযোগ পাননি। ৪ বলে ৫ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। অন্য প্রান্তে রবীন্দ্র জাদেজার ৭ বলে ২০ রানের ক্যামিওতে চেন্নাই তোলে ২২৩ রান।

আজই লা লিগার ট্রফি বুঝে নেবে বার্সেলোনা

প্যারিস ঃ বার্সেলোনা গত রোববার এসপানিওলকে হারিয়ে লা লিগার শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছে। প্রতিপক্ষের মাঠে শিরোপা জয় উদ্‌যাপন করতে গিয়ে কিছুটা ঝামেলায়ও পড়েছিলেন বার্সার কোচ আর খেলোয়াড়েরা। মাঠের মাঝখানে তাঁরা যখন গোল হয়ে নেচেগেয়ে শিরোপা জয় উদ্‌যাপন করছিলেন, এসপানিওলের সমর্থকেরা মাঠে ঢুকে পড়েন। এ সময় দৌড়ে বার্সার খেলোয়াড়েরা ড্রেসিংরুমে চলে যান। এরপর বার্সেলোনা গত সোমবার ছাদখোলা বাসে শহর প্রদক্ষিণের মাধ্যমে সমর্থকদের সঙ্গে শিরোপা জয়ের আনন্দ উদ্‌যাপন করেছেন। সেই সময় আরেকটি ছাদখোলা বাসে শহর প্রদক্ষিণ করেছে আগেই মেয়েদের লিগ জেতা বার্সার নারী ফুটবল দল।

এসপানিওল সমর্থকদের 'ধাওয়া খাওয়া' নিয়ে যা বললেন জাভি

এসপানিওল সমর্থকেরা ধাওয়া করায় উদ্‌যাপন শেষ না করেই দৌড়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান বার্সেলোনার খেলোয়াড়েরা

কিন্তু গত রোববার মাঠে শিরোপা উদ্‌যাপন করতে না পারার আক্ষেপ বার্সেলোনা খেলোয়াড়দের ঘুচবে আজ। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় নিজেদের মাঠে আজ রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। এই ম্যাচ শেষে লা লিগার ট্রফি হাতে পাবে তারা। নিজেদের মাঠে ইচ্ছেমতো শিরোপা জয় উদ্‌যাপন করতে পারবে বার্সা। সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে বার্সেলোনার খেলোয়াড়েরা অধিনায়ক সের্হিও বুসকেতসসহ মাঠেই থাকবেন। সতীর্থদের মাঠে রেখে বুসকেতস চলে যাবেন প্রেসিডেনশিয়াল বক্সে। সেখানে তিনি ট্রফি নেবেন রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লুইস রুবিয়ালেসের কাছ থেকে।

ট্রফি নিয়ে মাঠে ফিরে আসবেন বার্সার অধিনায়ক। সেখানে পুরো দল ট্রফিসহ ফটোসেশনে অংশ নেবে। এরপর কোচ জাভি হার্নান্দেজ ও অধিনায়ক বুসকেতস বক্তব্য দেবেন। তাঁদের বক্তব্যের পর ল্যাপ অব অনার দেবে বার্সা দল। আজকের ম্যাচ আর ট্রফি পাওয়ার পুরো বিষয়টি এক বিবৃতিতে বার্সেলোনা তাদের ওয়েবসাইটে আগেই জানিয়েছে। ম্যাচ শেষে এমন আনন্দের মুহূর্ত এলেও বার্সেলোনা সোসিয়েদাদ ম্যাচটি শুরু হবে শোকের আবহে। ম্যাচ শুরুর আগে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হবে সম্প্রতি মারা যাওয়া বার্সেলোনার সাবেক খেলোয়াড় ফেরান অলিভেয়া ও রিয়াল সোসিয়েদাদের সাবেক সভাপতি ইনাকি আলকিজাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে।

সংক্ষিপ্ত ››

খুলনায় বিএনপির মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ, আহত ৩০, আটক ১০ জন

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পূর্বনির্ধারিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে, খুলনা মহানগরীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বিএনপি সমর্থকদের সংঘর্ষে পুলিশসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।খুলনা প্রেসক্লাবের সামনে ১৯ মে বিকালে এ ঘটনা ঘটে। খুলনা মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব শফিকুল ইসলাম তুহিন দাবি করেছেন, পুলিশের হামলায় তাদের দলের অন্তত ২০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। বিএনপি নেতা মুজিবুর রহমান ও জাহিদুল রহমানসহ দলের বেশ কয়েকজন সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। আহতদের শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান শফিকুল ইসলাম তুহিন। সংঘর্ষের সময় পুলিশ গুলি ছুড়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বলেন, কোনো উসকানি ছাড়াই সমাবেশে পুলিশ গুলি চালায়, লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। বিএনপি নেতারা জানান, শুক্রবার বিকালে প্রেসক্লাবের সামনে সরকারের পদত্যাগ, মিথ্যা মামলা বন্ধ, গণগ্রেপ্তার এবং সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদসহ ১০ দফা দাবিতে সমাবেশের দিনক্ষণ নির্ধারিত ছিলো শুক্রবার। সে অনুযায়ী, জেলা ও নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা দুপুর থেকেই সমাবেশস্থলে সমবেত হতে থাকেন। পুলিশ সমাবেশস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়া মিছিলে বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয়। খুলনা মহানগর বিএনপির সদস্য মিজানুর রহমান মিলটন বলেন, কোনো ধরনের উস্কানি ছাড়াই পুলিশ হামলা চালিয়েছে। এতে আমাদের দলের প্রায় ২০২৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় নেতা আজিজুল বারী হেলাল, অনিন্দ্য ইসলাম অমিতসহ ২৫৩০ নেতাকর্মী প্রেস ক্লাবের মধ্যে আটকা পড়েন। বিএনপি নেতাদের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো (ওসি) হাসান আল মামুন। তিনি বলেন, অনুমতি ছাড়াই সমাবেশের চেষ্টা করছিলো বিএনপির নেতাকর্মীরা। তারাই পুলিশের ওপর হামলা করেছে। এ বিষয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (সাউথ) মো. তাজুল ইসলাম বলেন, বিএনপির প্রোগ্রাম ছিলো খুলনা প্রেসক্লাবে অথচ কিছু নেতাকর্মী রাস্তা বন্ধ করে প্রোগ্রাম শুরু করে। কিছু উচ্ছৃঙ্খল নেতাকর্মী আমাদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। আমরা বাধ্য হয়ে টিয়ারসেল ও গ্যাসগান নিক্ষেপ করি। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত আমরা ১০ জনকে আটক করেছি। আমাদের বেশ কিছু সদস্য আহত হয়েছেন।

জি সেভেন শীর্ষ বৈঠকের টেবিলে কেন এবার আটটি অতিরিক্ত চেয়ার

হিরোশিমা (ওয়েবডেস্ক)ঃ জি সেভেন বৈঠকটি যদি কোনো ডিনার পার্টি হতো তাহলে নিমন্ত্রণকর্তাকে অতিরিক্ত চেয়ার আর প্লেটগ্লাসচামচের জন্য দৌড়ুতে হতো। তবে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর এই জোটের এবছরের এই শীর্ষ বৈঠকের আয়োজক, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, বাড়তি অতিথির জন্য প্রস্তুত।

কারণ , শুক্রবার থেকে হিরোশিমাতে শুরু হওয়া এই বৈঠকে তিনি নিজের পছন্দে জোটের বাইরের আটটি দেশের নেতাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন।

পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে যে ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট এবং চীনের সাথে সম্পর্কের কৌশল নির্ধারণের মত জটিল ইস্যুগুলোতে বাকি বিশ্বকে পাশে রাখার প্রয়োজনীয়তা কতটা বোধ করছে জি সেভেন জোট।

বিশ্ব ব্যবস্থা যে বদলে যাচ্ছে তাও বুঝতে অসুবিধা হয়না। কারণ, যে দুই দেশকে নিয়ে হিরোশিমার এই বৈঠক সরগরম থাকবে, সেই চীন ও রাশিয়া অতিথি তালিকায় অনুপস্থিত।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী গণতান্ত্রিক সাতটি দেশ এই জোটের সদস্য - যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, কানাডা ও জাপান। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সবসময় জি সেভেন জোটের শীর্ষ বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠায়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে আয়োজক দেশ বাইরে থেকে তাদের পছন্দমত ক'জন বিশ্বনেতাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে।

কারণ, জি সেভেন জোটের অর্থনৈতিক শক্তি ক্রমাগত কমছে। ১৯৯০ সালে যেখানে বিশ্বের জিডিপিতে এই জোটের দেশগুলোর অবদান ছিল অর্ধেকেরও বেশি, এখন তা ৩০ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে । ফলে তাদের এখন জোটের বাইরের প্রভাবশালী বন্ধু প্রয়োজন।

তাই মি. কিশিদা - যিনি পশ্চিমা একটি কোয়ালিশনের চাইতে আন্তর্জাতিক একটি কোয়ালিশনের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী - বৈঠকের টেবিলে বসার জন্য অস্ট্রেলিয়া, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কোমোরোস (আফ্রিকার ইউনিয়নের প্রতিনিধি) এবং কুক আইল্যান্ডসকে (প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতিনিধি) আমন্ত্রণ করে এনেছেন।

গত ১৮ মাসে মি. কিশিদা ১৬ বার বিদেশ সফর করেছেন। ভারত, আফ্রিকা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে গেছেন।। তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন চীন ও রাশিয়ার টাকাপয়সা এবং প্রভাবপ্রতিপত্তির বিকল্প তাদের সামনে রয়েছে।

হিরোশিমায় তার আমন্ত্রিত অতিথিদের দিকে তাকালে বোঝা যায় মি. কিশিদা এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্রভাবশালী দেশগুলোকে - যাদেরকে এখন 'গ্লোবাল সাউথ' নামে অবিহিত করা হয় এবং যারা চীন ও রাশিয়ার সাথে জটিল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক রেখে চলেছে - আস্থায় রাখার চেষ্টা করছেন, তাদের সাথে আরও ঘনিষ্ট হতে চাইছেন।

মি. কিশিদার অন্যতম লক্ষ্য এটি তুলে ধরা যে ইউক্রেনে রুশ হামলার বিরুদ্ধে পুরো বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু এই লক্ষ্য হাসিলে তাকে খুবই বেগ পেতে হবে। সাফল্যের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

জি সেভেন জোট চাইছে রুশ জ্বালানি এবং রপ্তানির ওপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা চাপানো যাতে রাশিয়ার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আরও কমে।

কিন্তু গ্লোবাল সাউথ থেকে যে অতিথিদের মি. কিশিদা ডেকে এনেছেন তাদের অনেকেই এতে রাজী হবেন না।

ভারত এখন পর্যন্ত পশ্চিমাদের চাপাচাপিকে অগ্রাহ্য করে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল আমদানি অব্যাহত রেখেছে। তারা এখন পর্যন্ত ইউক্রেনে হামলার জন্য সরাসরি রাশিয়ার নিন্দা করেনি। ভারতের বক্তব্য স্পষ্ট - রাশিয়ার সাথে ঐতিহাসিক সম্পর্কের ঐতিহ্য ছাড়াও বাড়তি দাম নিয়ে তেল আমদানি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু ভারত নয়, উন্নয়নশীল বিশ্বে অনেক দেশেরই অবস্থান একই রকম, কারণ ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বে জ্বালানি এবং খাদ্যের সংকটের প্রধান শিকার হয়েছে তারা।

এসব দেশে ভয় পাচ্ছে, রাশিয়ার ওপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা বসালে মস্কো কৃষ্ণসাগর দিয়ে ইউক্রেনকে খাদ্যশস্য রপ্তানি করতে দেওয়ার চুক্তি থেকে সরে আসবে, এবং তার জেরে খাদ্যের দাম আরও একদফা বাড়বে।

তবে অনেক দেশের কাছে এটা শুধু অর্থনৈতিক চাপের প্রশ্ন নয়।

ঐতিহাসিকভাবে ভিয়েতনামের সাথে রাশিয়ার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এখনও ভিয়েতনামের অস্ত্রের ৬০ শতাংশ আসে রাশিয়া থেকে। সারের ১১ শতাংশ আসে সেদেশ থেকে, বলেন সিঙ্গাপুরে ইন্সটিটিউট অব সাউথ ইস্ট এশিয়ার ভিজিটিং শিক্ষক এনগুয়েন খাক গিয়াং।

ইন্দোনেশিয়া অতটা নির্ভরশীল না হলেও তারা রাশিয়ার কাছ থেকে অনেক অস্ত্র কেনে। মস্কোর সাথে তাদের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ।

ফলে, এনগুয়েন খাক গিয়াং মনে করেন রাশিয়ার ওপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা এই দুই দেশ সমর্থন করবেনা। কারণ, তেমন সমর্থন এই দুই দেশের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করবে, কিন্তু বদলে তাদের তেমন কোনও লাভ নেই।

তবে মি. কিশিদা হয়তো আশা করছেন হিরোশিমার করুণ অভিজ্ঞতার ইতিহাস তুলে ধরে তিনি হয়ত বাকি বিশ্বকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে রাশিয়া পারমানবিক যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি করেছে, এবং তাদের ঠেকাতে হবেই।

রাশিয়ার ওপর আরও চাপ তৈরির জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির কাছ থেকেও চাপ আসবে যিনি ভিডিওতে জি সেভেন শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেবেন।

তবে তাতে বাড়তি নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নে বিরোধের সুরাহা তাতে হবেনা।

এমনিতেই বাইরের বিশ্বের অনেক দেশের মধ্যেই হতাশা ও রাগ রয়েছে যে পশ্চিমারা তাদের কথার বা মতামতের তোয়াক্কা করেনা ।

তবে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন এসব দেশের কথা শোনা, তাদেরকে সহযোগী হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার একটা সূচনা অন্তত হিরোশিমাতে হতে পারে।

এসব দেশ (ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম) ইউক্রেন যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট বা দক্ষিণ চীন সাগর এবং তাইওয়ান নিয়ে বিরোধের জেরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নিরাপত্তা ঝুঁকি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাদের উদ্বেগ মুখোমুখি বসে জি সেভেন নেতাদের বলার একটি সুযোগ পাচ্ছে, বলেন এনগুয়েন খাক গিয়াং।

চীনের সাথে টক্কর

তাইওয়ান নিয়ে উত্তেজনা গত এক বছর ধরে বিশ্বের অন্যতম নিরাপত্তা সংকট। জাপান জি সেভেন জোটে একমাত্র এশীয় সদস্য। ফলে, তাইওয়ান ঘিরে চীন যে সামরিক তৎপরতা চালাচ্ছে তার একটি বিহিত নির্ধারণের চেষ্টা মি. কিশিদা নিশ্চিতভাবে করতে চাইবেন।

পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি জাপানের বার্তা খুব সোজাসাপ্টা - ইউক্রেনে তোমাদের যুদ্ধকে আমরা আমাদের যুদ্ধ বলে মনে করছি , কিন্তু জাপান প্রতিদান আশা করে।

কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে চীন এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাদেরকে ঘায়েল করার কোনও চেষ্টা রাশিয়ার চেয়ে অনেক কঠিন।

সম্প্রতি বেইজিং সফরে গিয়ে ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ বলেন ইউরোপের উচিৎ হবেনা যে সংকট আমাদের নয়, সেখানে জড়িয়ে পড়া । তার এই বক্তব্য পশ্চিমা দেশগুলোতে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, তবে একইসাথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অনেকে দেশের মধ্যে ভয় ঢুকেছে তাদের বিপদে পশ্চিমা মিত্রদের হয়তো পাশে পাওয়া যাবেনা।

সেদিক দিয়ে চীনের অবস্থান অনেক স্পষ্ট। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মতো প্রতিটি নির্বাচনের পর তাদের অবস্থানে বদল হয়না।

তবে এটা ঠিক যে যুক্তরাষ্ট্র গত এক বছরে ইউক্রেনের প্রতি সাহায্য অব্যাহত রেখেছে, এক ইঞ্চিও সরেনি। তাইওয়ানের ক্ষেত্রেও তাই। প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে চীনের সাথে বিরোধে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপিন্স এবং অস্ট্রেলিয়াকে শক্তভাবে ভরসা দিচ্ছে তারা।

কিন্তু জি সেভেন জোট শুধু চীনের সামরিক উচ্চাভিলাষকে টার্গেট করছে না। তারা চীনের অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের কৌশল নিয়েও উদ্বিগ্ন।

ইদানীং চীন তাদের স্বার্থবিরোধী যে কোনও কিছুর পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে। যেমন ২০১৯ সালে তারা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। ২০১৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ওপরও একই ধরনের চাপ তৈরি করেছিল বেইজিং।

তবে চীনের ব্যাপারে জি সেভেন ঠিক কী পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারে তা পরিষ্কার নয়। এ নিয়ে জোটের ইউরোপীয় সদস্যরা কতটা আগ্রহী হবে তাও নিশ্চিত নয়। কারণ, চীনে ইউরোপের বাণিজ্যিক স্বার্থ এখন বিপুল।

কিন্তু চীনের ব্যাপারে কোনেও শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ আসবে জি সেভেন জোটের বাইরের দেশগুলো থেকে। কারণ পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় চীনের অর্থনীতির ওপর তাদের নির্ভরতা এখন অনেক বেশি। লাতিন আমেরিকার সাথে চীনের বাণিজ্য দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ঐ অঞ্চলের জিডিপির ৮.৫ শতাংশ আসছে চীনের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ থেকে। ব্রাজিল বিশ্বের গুটিকয়েক দেশের মধ্যে একটি যারা চীন থেকে আমদানির চেয়ে সেদেশে রপ্তানি করে বেশি।

চীনের ওপর আফ্রিকার নির্ভরতা দিন দিন বাড়ছে। ঘানা এবং জাম্বিয়া সহ আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ চীনা ঋণে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ঋণ ঠিকমত শোধ দিতে পারছে না তারা।

চীনের সাথে পশ্চিমাদের প্রভাব বিস্তারের লড়াইয়ের সর্বশেষ ক্ষেত্র হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্রগুলো। সে কারণেই সম্ভবত ক্ষুদ্র দেশ কুক আইল্যান্ডকে হিরোশিমায় আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এসব দ্বীপরাষ্ট্রগুলো এখন চীন ও আমেরিকার কাছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গত বছর বেইজিং সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সাথে একটি নিরাপত্তা চুক্তি সই করার পর র উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে যে চীন সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার পরিকল্পনা করছে। সাথে সাথে ঐ অঞ্চলের ১৪টি দেশকে ৮১ কোটি ডলার অর্থতক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

তবে তারপরও চীনের বিরুদ্ধে রেষারেষিতে এই দেশগুলোকে দলে রাখা কতটা সহজ হবে তা অনিশ্চিত। সহজ যে হবেনা তার কিছুটা ইঙ্গিত এখনই দেখা যাচ্ছে।

হিরোশিমায় শীর্ষ বৈঠকের পর জো বাইডেনের পাপুয়া নিউ গিনি সফরে যাওয়ার কথা। সেটাই হতো প্রশান্তমহাসাগরীয় ঐ দেশে আমেরিকান কোনো প্রেসিডেন্টের প্রথম সফর। কিন্তু সরকারি ঋণের ওপর সিলিং নিয়ে নিজের দেশে যে গভীর সংকট তৈরি হয়েছে তাতে করে এই সফর হয়ত হবেনা।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গোয়েন্দা প্রধান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইন্সটিটিউটের গবেষক রিচার্ড মুয়াডের মতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সফর না হলে তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হবে।

ঐ অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক ভালো করতে হলে আপনাকে সেখানে যেতে হবে। এটি ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু গেলেই অর্ধেক উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় । চীনারা সবসময় সেখানে যাচ্ছে। সে তুলনায় পশ্চিমাদের তেমন চোখে পড়েনা।

টুকরো খবর

বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে জামানতের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম আসছে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ কেবল স্থাবর সম্পত্তিই নয়, স্থায়ী আমানত কিংবা স্বর্ণ রৌপ্য ও মেধাস্বত্বের মতো অস্থাবর সম্পত্তির বিপরীতেও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া যাবে। গত বৃহস্পতিবার 'সুরক্ষিত লেনদেন (অস্থাবর আইন)' ২০২৩' এর চূড়ান্ত খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। তবে বন্ধক রাখার জন্য অস্থাবর সম্পত্তির নিবন্ধন থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে মূল্য নির্ধারন সম্ভব এমন অস্থায়ী সম্পদ নিবন্ধনের জন্য আলাদা একটি কর্তৃপক্ষ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নতুন এই আইনের ফলে ব্যাংক এবং ঋণগ্রহীতা উভয় পক্ষই লাভবান হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ নিতে হলে তার বিপরীতে জমি বা দালানের মতো সমমূল্যের দৃশ্যমান কোন সম্পদ ব্যাংকে জমা বা বন্ধক রাখতে হয়। অনুমোদিত নতুন 'সুরক্ষিত লেনদেন' আইনের ফলে ব্যাংকের থেকে ঋণ নিতে দৃশ্যমান সম্পত্তির বদলে অন্যান্য যেসব ভাসমান সম্পত্তির বাজারমূল্য আছে সেগুলোও ব্যাংক বন্ধক হিসেবে রাখতে পারবে। নতুন আইনের ফলে এখন থেকে কারো প্রয়োজন হলে ব্যাংকে রাখা ফিক্সড ডিপোজিট, সোনারুপা বা দেশের বাইরে রপ্তানির উদ্দেশ্যে রাখা কাঁচামালের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। কপিরাইট আছে এমন কিছুও চাইলে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা যেতে পারে। এছাড়াও দাম নির্ধারণ সাপেক্ষে আসবাবপত্র, ইলেকট্রিকপণ্য, সফটওয়্যার, অ্যাপসের মতো পণ্যও ঋণ নেয়ার সময় ব্যাংকের কাছে রাখা যেতে পারে। এছাড়া পুকুরের মাছ, বাগানের গাছ, গবাদি পশুর বিপরীতেও ব্যাংক ঋণ দেবে।

সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুল আমিনের মতে, এই আইনের ফলে লোনের পরিধি বাড়বে, বেশি মানুষ ঋণের আওতায় আসবে, যাদের ব্যবসা ভালো কিন্তু দৃশ্যমান সম্পদ নেই তারাও এতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে উপকৃত হবেন।

গত বছর এপ্রিলে অস্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে ব্যাংক ঋণ নেয়ার সুযোগ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সেসময় অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তৈরি করা খসড়া অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের কথা চিন্তা করে নতুন আইন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানান তৎকালীন মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। আসন্ন নতুন আইনটিকে সময়োপযোগী বলে মনে করছেন ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আহসান এইচ মনসুর। ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ভূমি, বাড়ি এধরনের স্থাবর সম্পত্তি কেন্দ্রিক বন্ধকের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এর বাইরে ব্যাংক যেতে চাইতো না, আর আইনত পারতোও না, বলেন তিনি। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে মেধাস্বত্ব, ব্র্যান্ড ইত্যাদির মতো আরও অনেক কিছু যুক্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সম্পত্তির সংকীর্ণ সংজ্ঞা থাকাও উচিৎ না বলে মনে করেন তিনি।

বিদেশে অনেক আগে থেকেই এই আইন চালু থাকলেও বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এধরনের আইন চালু হতে যাচ্ছে। যেকোনো ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা, গৃহ নির্মাণ ঋণদাতা কর্পোরেশন, কৃষি ব্যাংক, সরকারি বেসরকারি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি এবং ঋণদানকারী আন্তর্জাতিক বা উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের জন্যই 'সুরক্ষিত আইন' প্রযোজ্য হবে। ফলে ভালো ব্যবসায়ী কিন্তু যথাযথ সম্পত্তির অভাবে যারা ঋণ করতে পারছিলেন না তারাই এই আইনে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে বলে মনে করেন মি. আমিন। আইন করাতে অনেকের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, এটি নতুন সুযোগ। অনেকে আছে যারা ঋণ নেয়ার জন্য স্থাবর সম্পত্তি দিতে পারে না, তাদের জন্য এটি সেই সুযোগ করে দেবে।

তবে স্থাবর সম্পত্তির চেয়ে অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকিও কিছুটা বাড়বে বলে মনে করেন এই ব্যাংক কর্মকর্তা। বাংলাদশের ক্ষেত্রে স্ক্যামের মাধ্যমে লেনদেনের কারণেই ব্যাংকের সমস্যাগুলো হয় বলে মত মি. মনসুরের।

আমাদের দেশে ব্যাংকিং খাতে যে দুর্নীতি তা সুশাসনের অভাবে হয়, বলেন তিনি।

ঋণখেলাপির সংস্কৃতি থাকলেও এই দেশে ভালো ঋণ আছে উল্লেখ করে মিস্টার আমিন বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণের অর্থ ফেরত না দেয়া একটা প্র্যাকটিস। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করতে চাইলে তা কোনদিন বন্ধ হবে না। তবে এই ঝুঁকি মোকাবেলায় স্বচ্ছতার বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। যাকে ঋণ দেয়া হচ্ছে তার ব্যবসা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং সার্বিক দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে অস্থাবর সম্পদের বিপরীতে ঝুঁকি কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন তারা।

মেধাস্বত্ব অধিকার দ্বারা স্বীকৃত মেধাস্বত্ব পণ্য (পেটেন্ট কপিরাইট)
কোন সেবার প্রতিশ্রুতি যেটির বিপরীতে সেবার গ্রহীতার মূল্য পরিশোধের স্বীকৃত প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (কার্যাদেশ)
মৎস্য, গবাদি পশু, দণ্ডায়মান বৃক্ষ ও শস্যাদি, ফলজউদ্ভিদ ও ঔষধিউদ্ভিদ
আসবাবপত্র, ইলেকট্রিকপণ্য, সফটওয়্যার, অ্যাপস যেগুলোর মূল্য প্রাক্কলন করা সম্ভব
যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন
খনিজ সম্পদ
যথাযথভাবে সংরক্ষিত কৃষিজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত মৎস্য বা জলজ প্রাণী, আয়বর্ধক জীবজন্তু (অজাত শাবকসহ)

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
21:05:2023

ধনীদের আয় বেড়েছে ৬৪ শতাংশ, বছরে ১৪ লাখ টাকা আয় করলেই কি ধনী হয়?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে গত চার বছরে ধনীগরীব সবার আয় বাড়লেও সে তুলনায় আয় বাড়ার হার সবচেয়ে কম নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তবে সব শ্রেণীর মানুষেরই ব্যয় বেড়েছে এবং আর্থিবৈষম্য বেড়েছে। এসব তথ্য উঠে এসেছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিআইডিএস-এর এক গবেষণায়। ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ২ হাজার ৪৬টি খানা বা বাড়ির উপর জরিপ করে এই গবেষণাটি গত বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। করোনা ভাইরাস মহামারির আগে সর্বশেষ ২০১১ সালে এ ধরনের জরিপ চালিয়েছিল বিআইডিএস। সে সময় যাদের ধনী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল তাদের বার্ষিক আয় ছিল ৮ লাখ ৫৪ হাজার ১৪৬ টাকা। অর্থাৎ প্রতিমাসে আয় ছিল ৭১ হাজার টাকার মতো। তবে ২০২২ সালে এসে তাদের বার্ষিক আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ লাখ টাকার বেশি। অর্থাৎ প্রায় ৬৪ শতাংশ আয় বেড়েছে তাদের। বিআইডিএস-এর গবেষকরা বলছেন, ২০১১ সালে যেসব পরিবারের উপর জরিপ চালানো হয়েছিল , ২০২২ সালে আবারো সেই একই পরিবারগুলোর সাথে কথা বলে সংস্থাটি 'ধনীদের' মতো এতো বেশি আয় বাড়লেও আর কোন শ্রেণীর, যার অর্থ হচ্ছে ধনীরা আরো ধনী হয়েছে এবং গরীব ও মধ্যবিত্তদের সাথে তাদের আয়ের পার্থক্যও বেড়েছে আরো।

আরব বলয়ে বাশার আল আসাদ আবারও ফিরে আসায় হতাশা ও ভয়

লেবানন (এজেন্সী) ঃ প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ সৌদি আরবের জেদ্দায় আরব লীগের সম্মেলনে যেভাবে প্রবেশ করেছেন, সেটি সিরিয়ার যুদ্ধে তার বিজয়ের এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি।

তাকে সাদরে বরণ করেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। অথচ এক দশক আগেও আসাদ বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীকে অর্থায়ন করেছে সৌদি।

কিন্তু এখন সৌদি যুবরাজ মধ্যপ্রাচ্য পুনর্গঠন করতে চান, এবং সেজন্য সিরিয়াকে তার পাশে দরকার।

প্রেসিডেন্ট আসাদ তার বক্তব্যে জোর দিয়ে বলেন যে সিরিয়া সবসময়ই আরব বিশ্বের অংশ। তবে তার দেশের ভেতরে কখনোই অন্য দেশের হস্তক্ষেপ চান না তিনি।

এটা জরুরী যে অভ্যন্তরীণ বিষয় দেশের জনগণের কাছেই ছেড়ে দেয়া উচিত, তারাই ভালো জানে কী করতে হবে, বলেন তিনি। তবে জনগণ বলতে প্রেসিডেন্ট আসাদ দেশের নেতা ও তার সমর্থকদের বুঝিয়েছেন। এই সম্মেলনে যোগ দেয়া যুবরাজ ও প্রেসিডেন্ট তাদের হাজারো বিরোধী মতকে বন্দী করেছেন। জেদ্দার এই অনুষ্ঠানে আতঙ্ক নিয়ে চোখ সিরিয়ানদের। যারা তাদের দেশকে ধ্বংস করার জন্য আসাদ শাসনকে দায়ী করে, আর এই ধারণা লেবাননে থাকা সমস্ত সিরিয়ান শরণার্থীদের যাদের সাথে আমি কথা বলি।

লেবানন, একটি ছোট ও দরিদ্র দেশ, যাদের যুদ্ধ থেকে পালানো দশ লাখের উপর সিরিয়ান শরণার্থীকে জায়গা দিতে হয়েছে। যা লেবাননের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগের সমান অনেকটা যুক্তরাজ্যের তুলনা করা যায় যারা ১৫ মিলিয়নের উপর শরণার্থী গ্রহণ করেছে।

এটি অনেক লেবানিজের সহ্যসীমার বাইরে চলে গিয়েছে, আর তারা নিজেদের দেশের ক্রমশ ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার জন্য সিরিয়ানদেরই দায়ী করে থাকে। গত কয়েক সপ্তাহে লেবাননের সেনাবাহিনী প্রায় ১৫০০ শরণার্থীকে অস্ত্রের মুখে সীমান্তের ওপারে ঠেলে দিয়েছে, কখনো কখনো এসব শরণার্থীর সন্তানেরা লেবাননেই থেকে যাচ্ছে আবার কখনো কখনো বাবা-মাকে ছাড়া শুধু সন্তানদেরই সীমান্ত পার করিয়ে দিচ্ছে।

নাম-পরিচয় গোপন রাখার শর্তে এক শরণার্থী পরিবারের সাথে কথা হয়। তারা বৈরুতের পাশের এক শহরে থাকে, সেখানে সিরিয়ানদের উপর কারফিউ জারী করা হয়েছে।

বাচ্চাদের স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তাদের জীবনের অশান্তি বোঝা যায় পরিবারের টিনেজ কন্যার আঁকা ছবিতে, সব ক্ষোভ যেন সেখানে নিংড়ে দেয়া হয়েছে। শক্তিশালী আরব নেতারা যেভাবে বাশার আল আসাদকে বরণ করেছে সেটা তাদের জন্য অপমান আর ভয়ের বলে মনে করেন এই পরিবারের বাবা।

আসাদ সরকার আসলে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার যা আরবের আরো অনেক দেশেই বিদ্যমান। তারাই জনগণের বিরুদ্ধে গিয়ে একে অন্যকে সাহায্য করছে।

জেদ্দায় আসাদের উপস্থিতি ভয়াবহ ধাক্কা হয়ে এসেছে লেবাননের বেক্কা উপত্যকার আরেক শরণার্থী শিবিরে। নাসের এবং মারওয়া, যারা এখানে ২০১৩ সাল থেকে আছেন, তাদের শঙ্কা আসাদের আরব লীগে ফেরা আরো অনেককে হয়তো নির্বাসনে পাঠানোর উপলক্ষ্য।

মারওয়া বলেন তিনি প্রতিদিন ঘুম থেকে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেন যে তাদের এখনো নির্বাসনে যেতে হয়নি।

আমরা সবসময় এখন ভয়ে থাকি যে কখন আবার রেইড হয়, এই বুঝি তারা এসে আমাদের সব পুরুষদের নিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।

নাসের বলেন দেশে ফেরত গেলে তাকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। কিন্তু তিনি ঐ সরকারের হয়ে যুদ্ধ করবেন না বলে সিরিয়া থেকে পালিয়ে আসেন। তিনি খুবই চিন্তিত যে যদি তাকে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে তার স্ত্রী এবং ১৮ মাস বয়সী সন্তানের কী হবে।

তোলার।

জর্ডান যেমন সে।দির মতোই ক্যাপটাগন নামক এক মাদকের বিস্তারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এটি সিরিয়াতেই তৈরী হয় ও তারপর তাদের দেশে পাচার হয়। অ্যামফেটামাইন ধরণের এই মাদক যোদ্ধাদের দেয়া হয় তাদের সামর্থ্য আরো বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু বর্তমানে এই মাদকটি ব্যাপকভাবে বিনোদন বা শুধু নেশার জন্য ব্যবহার হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য আসাদ পরিবারের কয়েকজন সদস্যের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তারা ক্যাপটাগন ব্যবসার সাথে জড়িত এই অভিযোগে। এক হিসেবে বলা হয়েছে এই ব্যবসার অর্থমূল্য বার্ষিক ৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলারেরও বেশি।

সিরিয়া ও লেবাননে ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম চালানো জাতিসংঘ অবশ্য আশা করছে সিরিয়ার আরব লীগে ফেরাটা কোনভাবে সেখানে কূটনৈতিক আলোচনার একটা পথ খুলে দিতে পারে।

লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের ডেপুটি স্পেশাল কোঅর্ডিনেটর ইমরান রেজা এর ইতিবাচক দিক দেখার চেষ্টা করছেন।

যদি এই অঞ্চলে এখন যা চলছে সেখান থেকে বের হবার জন্য এটি কোন রাজনৈতিক সমাধান এনে দেয় তাহলে সেটা সবার জন্যই ভালো।

কিন্তু জাতিসংঘ জোর করে কাউকে ফেরত পাঠানো সমর্থন করে না। তারা বারবারই বলেছে সিরিয়ান শরণার্থী ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেশে ফেরত যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি পুরোপুরি নিরাপদ না হচ্ছে। যা অনেক দূরের পথ।

প্রেসিডেন্ট আসাদ তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে নিজের দেশকে ভেঙে টুকরো করেছেন। এর ভুক্তভোগীদের জন্য কোন ন্যায়বিচারের রাস্তাও খোলা নেই।

কিন্তু তার মতো নিষ্ঠুর, কর্তৃত্ববাদী শাসকদের এ থেকে যেন একটা শিক্ষা নেয়ার আছে, বিশেষ করে রাশিয়া প্রেসিডেঃট ভ্লাদিমির পুতিনের, যার চূড়ান্ত সামরিক অভিযান ২০১৫ সালে আসাদ সরকারকে জয় এনে দিয়েছিল।

আসাদকে আবারো আরব লীগের গ্রহণ করার সিদ্ধান্তটা নিয়ে নাসের খুবই ক্ষুব্ধ।

এতকিছু করার পর তাকে সবাই আবার গ্রহণ করছে। এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, সিরিয়াতে এত হত্যা, ধ্বংস আর দুর্ভোগ নামিয়ে আনার পরও, এটা কোনভাবেই মানা যায় না।

সিরিয়া ও আসাদ সরকারের উপর যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের নানা নিষেধাজ্ঞা আছে। মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে প্রেসিডেন্ট 'সিরিয়াকে একটা জল্লাদখানায় পরিণত করেছে।'

যুক্তরাজ্য সরকার ও অ্যামনেস্টি বলছে, আসাদের যে কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কঠোর বিরোধিতা করা হবে।

আরব লিগের কিছু সদস্য দেশও এ ব্যাপারে একমত। কাতার, যারা সিরিয়ায় আসাদ বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীকে অর্থায়ন করে এসেছে, তারা আরব লীগে আসাদের ফিরে আসাকে সমর্থন করে না।

কিন্তু বড় ভূরাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সে।দি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্বাস করে আসাদ সরকার আসলে মধ্যপ্রাচ্যের একটি বাস্তবতা আর সিরিয়া এমন একটা দেশ যেখানে তাদের প্রভাব থাকা দরকার। তবে অন্য কারণও আছে সিরিয়াকে কাঠগড়ায়

রাশিয়ার ওপর আর্থিক চাপ বাড়াবে জিসেভেন

হিরোশিমা (এজেন্সী) ঃ সাত জাতিগোষ্ঠী বা গ্রুপ অফ সেভেনের সদস্য ধনী গণতান্ত্রিক দেশগুলো, এই বছরের জি সেভেন শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার ওপর আরো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে। আর, তাদেরকে এড়িয়ে যারা রাশিয়াকে সহায়তা করছে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ নেবে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো, ইউক্রেনে যুদ্ধে অর্থায়নে মস্কোর ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করা।

সংবাদদাতাদের ব্রিফিং কালে বাইডেন প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বলেন, এই গ্রুপটি জাপানের হিরোশিমাতে অনুষ্ঠেয় এই বছরের বৈঠকে আরো শত শত নিষেধাজ্ঞা এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ ঘোষণা করবে। প্রথা অনুসারে প্রশাসনের এই কর্মকর্তার নাম জানানো হয়নি।

এই কর্মকর্তা বলেন, কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাগুলোর আওতায় থাকছে ৭০টি রুশ ও তৃতীয় কোনো দেশের প্রতিষ্ঠান, যেগুলো মস্কোর প্রতিরক্ষা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত।এই নিষেধাজ্ঞাগুলো, এর আগের ৩০০ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বিমান ও জাহাজের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বাইরে। অন্য জি সেভেন দেশগুলোও এ সপ্তাহে তাদের পদক্ষেপ ঘোষণা করতে যাচ্ছে। এই কর্মকর্তা জানান, পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে যুদ্ধের জন্য সরঞ্জাম এবং রসদ সংগ্রহ সংক্রান্ত রাশিয়ার সক্ষমতাকে আরো ব্যাহত করা নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর ফাঁকগুলো বন্ধ করার জন্য কাজ করা এবং রাশিয়ার জ্বালানির ওপর ইউরোপের নির্ভরতা হ্রাসের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। এছাড়া, আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় রাশিয়ার প্রবেশাধিকার সীমিত করার জন্য আরো প্রচেষ্টা চালাবে জি সেভেন এবং রাশিয়ার একক মালিকানার সম্পদ জব্দ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে। এই কর্মকর্তা বলেছেন, মূল কথা হলো, আমরা রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করছি। তিনি আরো বলেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি শীর্ষ সম্মেলনে জি সেভেন নেতাদের সাথে যে কোনো ভাবে যুক্ত হবেন। জি সেভেন সদস্য দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বাজেট বরাদ্দ ব্যয় নয়, বিনিয়োগ ঃ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে দেয়া বাজেট বরাদ্দ কোনো ব্যয় নয়, বিনিযোগ। ১৮ মে নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত এক উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশর ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে, বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের ১১ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়। বলেন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশলটি, বাংলাদেশের দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বৈঠকের প্রথম দিনে, প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিজেদের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিনিযোগকে তিনি ব্যয় হিসেবে মনে করেন না বলে উল্লেখ করেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের কার্যক্রম এবং গত ৭ বছর জাতীয় বাজেটের ৮ দশমিক ৮ শতাংশ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস খাতে সরকারের বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। প্রতিমন্ত্রী জানান, করোনা মহামারীর ভেতর বাংলাদেশ ২০২০ সালে পাঁচবার বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আম্ফানএর মতো দুর্যোগকে দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিয়েছে। এনামুর রহমান বলেন, ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ২০০৭ সালে মৃত্যুর হার ছিল ৩ দশমিক ১০ শতাংশ। ২০২০ সালে সেটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে শূন্য দশমিক ২০ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের তুলনায়, ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এবং বাসস্থানের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বৈঠকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান ৫ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

জাপানকে টপকে চীন কিভাবে গাড়ি রপ্তানিতে শীর্ষ স্থান দখল করেছে?

বেইজিং ঃ বছরের প্রথম তিন মাসের হিসেবে চীন দাবি করছে তারা এখন জাপানকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ গাড়ি রপ্তানিকারক দেশ। গত সপ্তাহে দেশটি যে আনুষ্ঠানিক হিসাব প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায় এই সময়কালে চীন ১০ লাখ ৭ হাজার গাড়ি রপ্তানি করেছে, যা ২০২২ সালের প্রথম তিন মাসের চেয়ে ৫৮ শতাংশ বেশি।

এই একই সময়ে জাপান রপ্তানি করেছে ৯ লাখ ৫৪ হাজার ১৮৫টি গাড়ি, যা গত বছরের চেয়ে ৬ শতাংশ বেড়েছে।

বিশ্বব্যাপি ইলেকট্রিক গাড়ির চাহিদা এবং রাশিয়ায় চীনের একচেটিয়া ব্যবসার কারণে তাদের রপ্তানিতে এতো ব্যাপক প্রবৃদ্ধ ঘটেছে।

গত বছর জার্মানিকে পেছনে ফেলে বিশ্বে গাড়ি রপ্তানিকারকের তালিকার ২য় অবস্থানে উঠে আসে চীন ।

চীনের কাস্টমস বিভাগের হিসেব বলছে, ২০২২ সালে দেশটি রপ্তানি করেছে ৩২ লাখ গাড়ি, আর জার্মানির রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৬ লাখ।

বিশ্বজুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার ব্যাপারটি চীনের গাড়ি শিল্পে এতো গতি এনেছে।

গত বছরের তুলনায় এ বছরের প্রথম তিন মাসে নিউ এনার্জি ভেহিকেলস (এনইভিস) রপ্তানি বেড়েছে ৯০ শতাংশের বেশি, যার মধ্যে ইলেকট্রিক কারও রয়েছে।

চীনে টেসলার সহযোগী সাইকযারা একইসাথে এমজে ও বিওয়াইডি ব্র্যান্ডের মালিক, চীনে তারাই এনইভিস রপ্তানির শীর্ষে। তাদের সাথে বিনিয়োগ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ওয়ারেন বাফেট।

এলন মাস্কের ইলেকট্রিক গাড়ি তৈরির একটা বিশাল কারখানা আছে সাংহাইতে। যেখান থেকে জাপান ও ইউরোপ অঞ্চলে গাড়ি রপ্তানি হয়ে থাকে।

টেসলার 'গিগাফ্যাক্টরি' এই মূহুর্তে বছরে ১.২৫ মিলিয়ন গাড়ির উৎপাদনে সক্ষম। কোম্পানিটি এর ধারণক্ষমতা আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। গত মাসেই তারা কানাডায় রপ্তানির জন্য মডেল ওয়াই স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকেল তৈরি শুরু করেছে।

এছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর যখন পশ্চিমা দেশগুলো মস্কোর উপর নানা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তখন রাশিয়ায় চীনের রপ্তানির পরিমাণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

গত বছর ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর টয়োটা ও ভক্সওয়াগনের মতো কোম্পানি রাশিয়া থেকে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। সে সময় রাশিয়ায় মার্কেট শেয়ার বেড়ে যায় চাইনিজ গাড়ি নির্মাতা গিলি, শেরি ও গ্রেট ওয়ালের মতো কোম্পানিগুলোর।